মনোমোহিনী গ্রন্থাবলী।

দময়ন্তী।

প্রকাশক শ্রীবামনচন্দ্র দাস এম, এ।

শ্রীসীতানাথ দে দ্বারা খুলনা প্রেসে
মুদ্রিত।
খুলনা।
১৩০৮
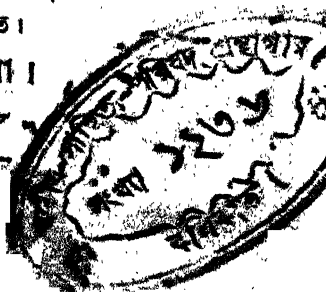
এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি

অশেষ গুণালঙ্কর

পিতৃদেব

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের

পাদপদ্মে

ভক্তি-পুষ্পোপহারস্বরূপ

প্রদত্ত হইল।

বিজ্ঞাপন।

মনোমোহিনী
গ্রন্থাবলীর প্রথম
পুস্তিকা দময়ন্তী প্রকা-
শিত হইল। হিন্দু পুরাণে আদর্শ
হিন্দু স্ত্রীদের যে সকল উপাখ্যান আছে
তাহা এবং তাহার সমালোচনা প্রকাশিত করা
এই গ্রন্থাবলীর উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থাবলীতে ক্রমে ক্রমে
সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা ও দ্রৌপদীর জীবনী স্বতন্ত্র পুস্ত
কাকারে প্রকাশিত হইবে। মহাভারত ও কালি-
দাসের গ্রন্থাবলীর নলোপাখ্যান লইয়া এই
পুস্তিকা খানি রচিত হইল। প্রথমবারে
কতকগুলি অনিবার্য্য কারণে পুস্তিকা-
খানিতে কিছু কিছু ত্রুটী স্থান
পাইয়াছে, দ্বিতীয় বারে
সেই ত্রুটীগুলি সংশো-
ধন করিতে চেষ্টা
করিব।

গ্রন্থকর্ত্রী।

দময়ন্তী।
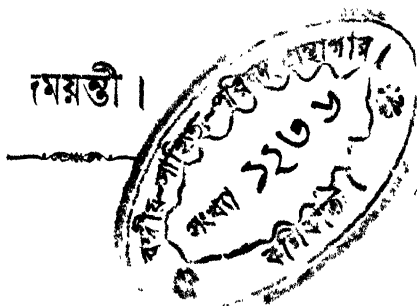
বিদর্ভ নগরে, ভীমসেন নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার পার্থিব বিভবের অধীশ্বর হইয়াও, কেবলমাত্র কুল-বর্দ্ধন পুত্রকন্যাভাবে সকল সুখ হইতে বঞ্চিত ছিলেন। একদিন, দমন নামে এক ব্রাহ্মণ, রাজ-বাটীতে আতিথ্যগ্রহণ করেন। রাজা এবং রাণী উভয়েই, প্রাণপণে, দমনের সেবা করেন। সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া দমন তাঁহাদের তিন পুত্র এবং এক কন্যা হইবে, এই বর প্রদান করেন। ক্রমে ক্রমে, রাজার তিন পুত্র এবং এক কন্যা জন্মে। ব্রাহ্মণের নামানুসারে, পুত্রত্রয়ের নাম দম, দান্ত ও দমন এবং কন্যার নাম দময়ন্তী রাখা হয়। সংসারে বিপদসঙ্কুল অবস্থায় পতিত হইয়া, স্ত্রীলোকেরা কি প্রকার ধীরা এবং স্বামীকর্ত্তৃক

পরিত্যক্তা হইয়া, কি প্রকার পতিরতা হইতে পারেন, এই দময়ন্তীর জীবনী তাহা বলিয়া দিবে।

শারদ-শশি-মুখী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দময়ন্তী শত শত সখীপরিবৃত এবং শতশতদাসীসেবিত হইয়া দিন দিন, শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাঁহার রূপরাশি প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল, তেমন গুণরাশিও তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে অলঙ্কৃত করিয়া তুলিল। ফলতঃ তৎকালে দময়ন্তীর তুল্য গুণবিশিষ্ট অন্য কোন স্ত্রীলোক ভূমণ্ডলে ছিলেন না। তিনি যদিও নরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে দেবমন-প্রহ্লাদিনী বলিলেও, অত্যুক্তি হইত না। তাঁহার অতুল্য রূপগুণের কথা, অল্প দিন ভিতরেই, চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সময়ে ফুলের সৌরভ কম হয়, কিন্তু যতই সময় চলিয়া যাইতে লাগিল, ততই, দময়ন্তীর রূপ-গুণ-সৌরভ ক্রমবর্দ্ধমানরূপে চতুর্দ্দিক্ সুবাসিত করিতে লাগিল।

কালক্রমে, নিষধদেশের রাজা ভীমসেনের পুত্র সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ নল দময়ন্তীর অলোকসামান্য রূপগুণের কথা শ্রবণ

করিয়া, তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইলেন। দময়ন্তীও, নলরাজার রূপগুণের কথা শ্রবণ করিয়া, তৎপ্রতি আকৃষ্টা হইলেন। এইরূপে, পরস্পর দর্শন না হইতেই, পরস্পর পরস্পরের রূপগুণে মুগ্ধ হইলেন। রাজা নল দময়ন্তীর রূপগুণ চিন্তা করিতে করিতে, ক্রমে এরূপ অস্থির হইয়া পড়িলেন যে, আর কার্য্য তাঁহার ভাল লাগিল না। মন স্থির করিবার জন্য, তিনি উপবনে বিহার করিতে গেলেন। সেখানেও, তিনি শান্তি-তরুর আশ্রয় পাইলেন না। একদিন, তিনি সুবর্ণহংস দিগকে বিচরণ করিতে দেখিয়া তাহার একটীকে ধরিলেন। হংস, তখন মনুষ্য-বাক্যে বলিতে লাগিল, "আমাকে মারিবেন না, আপনার স্বর্ণ-কোষে আমি সমুদ্রে শিশিরবিন্দু মাত্র. আমি ক্ষুদ্র প্রাণী বটে, কিন্তু, আপনার কোন প্রিয়কার্য্য সমাধা করিয়া দিব।" হংসের এই কথা শুনিয়া, রাজা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রিয়কার্য্য ?" হংস বলিল, "আমরা দেশবিদেশে ভ্রমণ করিয়া থাকি, কখনও, দময়ন্তীর ক্রীড়াভূমিতেও বিচরণ করিয়া থাকি ; সেখানে যাইয়া, দময়ন্তীকে বলিব, তিনি

যেন আপনাকে ব্যতীত আর কাহাকেও পতিত্বে বরণ না করেন।

হংসের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া, রাজা হংসটীকে ছাড়িয়া দিলেন। হংসগণও কালবিলম্ব না করিয়া, দময়ন্তীর ক্রীড়াভূমিতে গমন করিল। তখন দময়ন্তী, সখীগণসমভিব্যাহারে, তথায় ক্রীড়া করিতেছিলেন। স্বর্ণহংস দেখিয়া তিনি সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা কখনও স্বর্ণহংস দেখিয়াছ? এস, আমরা এক এক জনে, উহাদের এক একটাকে ধরি।" এই বলিয়া, দময়ন্তী একটীর পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। দময়ন্তীও যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, হংসও তত সরিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে, হংস তাঁহাকে অনেক দূরে লইয়া গেল এবং মনুষ্য-বাক্যে তাঁহাকে নলের রূপগুণের কথা বলিতে লাগিল এবং নলকে পতিত্বে বরণ করিয়া, সুখে কালযাপন করিতে অনুরোধও করিল। দময়ন্তী, হংসমুখে নলের সহিত নিজের বিবাহের কথা শুনিয়া, সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন। হংস, দময়ন্তীর হর্ষোৎফুল্ল

অথচ লজ্জাবনত মুখ দেখিয়া, সকলই বুঝিতে পারিল। দময়ন্তী, হংস যাহা দেখিল, ঠিক তাহাই নলকে বলিতে অনুরোধ করিলেন। হংসও নলকে ঠিক তাহাই বলিবে, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া আকাশপথে উড্ডীয়মান হইয়া, নিষধদেশাভিমুখে যাত্রা করিল।

এদিকে, নিষধাধিপতি নল, ভীমনন্দিনী কি উত্তর করেন, এই চিন্তায় আকুল হইয়া উপবনেই কালযাপন করিতেছিলেন। এমন সময়, হংস তথায় উপনীত হইয়া, মহীপাল নলকে, বিদর্ভ রাজ-কুমারীর কথা যথাযথ বলিল। নল, কিরূপে দময়ন্তীকে লাভ করিবেন, এই চিন্তায় আত্মহারা হইলেন।

হংসমুখে নলের কথা শুনিবার পর, একদিন দময়ন্তী চিত্রপটে নলের রূপ দর্শন করিলেন। সেই অবধি, তাঁহার মন, নলে নিমজ্জিত হইল। চিন্তায় চিন্তায়, জাগিয়া জাগিয়া, তিনি কৃশ ও পাণ্ডু-বর্ণ হইয়া পড়িলেন। সখীগণ রাজকুমারীর অবস্থা অবলোকন করিয়া, নৃপতিসকাশে ইহা বিবৃত করিল। কন্যারত্নকে সুস্থ করিবার সমুদয় চেষ্টা

ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া, রাজা ভীম, দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হইবেন বলিয়া পৃথিবীস্থ সমুদয় নৃপতিকেই নিমন্ত্রণ করিলেন। রাজারাও, দময়ন্তীলাভাশায়, আপন আপন বিভবসহ উপনীত হইলেন।

দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়া, নলও বিদর্ভাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে নল, ইন্দ্র, যম, বরুণ ও অগ্নিদেবকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা সকলেই, দময়ন্তীলাভাশায় বিদর্ভনগরে যাইতেছিলেন। নলকে দেখিতে পাইয়া তাঁহারা, নলকেই, দময়ন্তীসকাশে নিজেদের দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। দেবাজ্ঞায়, নল দময়ন্তী সান্নিধ্যে উপনীত হইয়া, দেবতাদিগের ইচ্ছা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। দময়ন্তী কিন্তু, দেবতাদিগকে প্রণাম করিয়া, বলিলেন, "দেবতায় আমার কাজ নাই।" তিনি আরও বলিলেন, "আপনিই আমার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছেন, আপনিই আমার পতি, আপনিই আমার দেবতা, আমার অন্য দেবতায় কাজ নাই; আপনিই আমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করুন তাহা হইলেই, আমার দেবতালাভ হইবে।"

দময়ন্তীর কথা শুনিয়া, নল বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। তিনি দেবগণের দৌত্যকার্য্য গ্রহণ করিয়া, দেবগণের আশীর্ব্বাদে দময়ন্তী সকাশে উপনীত হইতে পারিয়াছেন। এখন যদি তিনি নিজেই দময়ন্তীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, সত্য ভঙ্গ হইবে বিবেচনা করিয়া তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের ঐশ্বর্য্যের কথা এবং তাঁহাদের তুলনায় নিজে একটী অকিঞ্চিৎকর পদার্থ, ইহা তাঁহাকে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন। বিশেষ, নল বলিলেন, যখন তিনি দেবগণের দূত হইয়া আসিয়াছেন, তখন তিনি ধর্ম্মভঙ্গ করিয়া, তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারেন না। ইহা শুনিয়া, দময়ন্তী বলিলেন; "সভামধ্যে দেবগণ এবং নৃপতিগণের সম্মুখে আমি আপনার গলায় বরমাল্য প্রদান করিব, ইহাতে কাহারও দোষ ঘটিবে না।" এই কথা শুনিয়া, দময়ন্তীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, দূত নল, দেবগণ সমীপে আগমন করতঃ নিজের দৌত্য-বার্ত্তা যথাযথ বর্ণনা করিলেন।

দেবগণ নল রাজার প্রতি দময়ন্তীর প্রগাঢ় অনুরাগ বার্ত্তা নল-মুখে অবগত হইয়া দময়ন্তী লাভা-

শায় চারিজনই নলরূপ ধারণ করিয়া স্বয়ম্বর সভায় উপনীত হইলেন। দময়ন্তী সভায় প্রবিষ্ট হইয়া এক নলের স্থলে পঞ্চ নল দর্শন করিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ পরম্পরায় দেবগণের যে সমুদয় বিশিষ্ট চিহ্নের কথা শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহা কাহাতেও না দেখিতে পাইয়া দেবগণের চরণেই শরণাপন্ন হওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। দময়ন্তী কহিতে লাগিলেন, 'হে দেবগণ! আমি হংসমুখে নল রাজার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি। এক্ষণে কিপ্রকারে আমি অন্য ব্যক্তিকে বরমাল্য প্রদান করিব? আমি আপনাদের পাদপদ্মে শরণাগত হইলাম। আপনারা কৃপা করিয়া নিজ নিজ রূপ ধারণ করুন। তাহা হইলে আমি নল রাজাকে নিশ্চয়ই চিনিতে পারিব।"

দেবগণ দময়ন্তীর মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেব চিহ্ন ধারণ করিলেন। দময়ন্তী তখন কে প্রকৃত নল, কে অপ্রকৃত নল তাহা চিনিতে পারিয়া নল রাজার গল-দেশেই বরমাল্য প্রদান করিলেন। দেবগণ দময়ন্তীর ব্যবহারে সাতিশয়

সন্তুষ্ট হইয়া নল রাজাকে বর প্রদান করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য ভূপতিরা দময়ন্তীর লাভে হতাশ হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে স্বীয় স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, বিদর্ভরাজ মহাসমারোহে যথাবিধানে নলকে কন্যারত্ন অর্পণ করিলেন।

নল দময়ন্তীকে লাভ করিয়াছেন শুনিয়া কলির বিশেষ ঈর্ষ্যার উদ্রেক হইল। তিনি দ্বাপরের সহযোগে নলের সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। বহু দিনের পর সুযোগও ঘটিল। নল মূত্র ত্যাগ করিয়া জল স্পর্শ করিয়া অথচ পাদপ্রক্ষালন না করিয়া নল সন্ধ্যা করিতে বসিয়াছিলেন। সেই সুযোগে কলি নলের শরীরে প্রবিষ্ট হন। নলের শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ার পর কলি পুষ্কর সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে নলের সহিত অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্তি জন্মান। পুষ্কর অক্ষক্রীড়াভিলাষী হইয়া নলকে অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান করিলে নল তখনই সম্মত হন। কলির প্রভাবে নল অক্ষক্রীড়ায় হারিতে থাকেন। এবং রাজভ্রাতা পুষ্কর একে একে রত্নাদি সমুদয় জয় করিতে থাকেন। প্রথমে আমাত্যবর্গ পরে স্বয়ং দময়ন্তী

রাজাকে এই ক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পান, কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হয় না। রাজা পূর্ব্বের ন্যায় সমভাবে ভ্রাতার সহিত অক্ষ-ক্রীড়ায় নিমজ্জিত থাকেন। যতই হার হইতে লাগিল রাজার দ্যূতক্রীড়ানুরাগ ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া প্রমাদ গণিয়া দময়ন্তী, পুত্র ইন্দ্রসেন ও কন্যা ইন্দ্রসেনাকে সারথি বার্ষ্ণেয়ের সহিত নিজ পিত্রালয়ে প্রেরণ করিলেন। সারথি বার্ষ্ণেয় রাজতনয় ও তনয়াকে নিরাপদে বিদর্ভ রাজধানীতে পঁহুছিয়া দিয়া নিজে ঋতুপর্ণ রাজার সারথ্য গ্রহণ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজা নল পুষ্করের সহিত অক্ষক্রীড়ায় রাজ্যধন প্রভৃতি সমুদয়ই হারাইলেন। তখন পুষ্কর দময়ন্তীকে পণ রাখিয়া অক্ষক্রীড়া করিতে রাজাকে অনুরোধ করিলেন। ইহাতে রাজার জ্ঞানোদয় হইল। জ্ঞানোদয় হইলে নল দেখিতে পাইলেন, তাঁহার রাজ্যধন কিছুই নাই। বিশেষ পুষ্কর পূর্ব্ব হইতেই আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, যে প্রজা নলকে আশ্রয় প্রদান করিবে তিনি তাঁহাকে বধ করিবেন। সুতরাং কেহই নলকে আশ্রয় প্রদান করিতে

সাহসী হইল না। তিন দিন তিন রাত্রি অনাহারে কালযাপন করিয়া রাজা নল এবং রাণী দময়ন্তী এক বনে গমন করেন। পথে স্বর্ণরূপী হংস দেখিয়া আহ্লাদ সহকারে স্বীয় পরিধান বস্ত্র দিয়া নল তাহাকে জড়াইয়া ধরেন। পক্ষী নলকে বিবস্ত্র করিয়া কাপড় লইয়া শূন্যমার্গে উড়িয়া যায়; নল তাঁহার এই দুর্দ্দশার কথা দময়ন্তীকে জ্ঞাপন করেন এবং ভবিষ্যতে আরও দুর্দ্দশা হইবে মনে করিয়া দময়ন্তীকে বিদর্ভ নগরের পথ দেখাইয়া দেন। ইহাতে দময়ন্তী ভাবিলেন যে নল তাঁহাকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং নলকে সে কথা বলিলেন। নল বহুবিধ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! আমি কখনও তোমাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। তবে আজ ঐশ্বর্য্য বিহীন হইয়া আমি তোমার পিত্রালয়ে কিছুতেই গমন করিতে পারিব না। তুমি নিজে তথায় গমন কর। আমি অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিলে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

নলের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া দময়ন্তী অন্তরে বড়ই আঘাত পাইলেন। তিনি বলিলেন "নাথ! আমি আপনার সম্পদের অধিকারিণী ছিলাম। বিপ-

দের সময় আমি কি আপনার কেহ নই ? আমি আপনার নিকটে থাকিয়া আপনার সেবা করিয়া যে সুখ পাই, পিতার বৈভবে কি আমাকে সেই সুখ দিতে পারিবে ? স্বামীসেবা আমার জীবনের ব্রত। আমাকে সম্পদের সময় সেবা করিতে দিয়া বিপদের সময় আপনার সেবার কার্য্য হইতে অপসারিত করিয়া আপনি আমার ব্রত ভঙ্গ করিতে কেন উদ্যত হইয়াছেন ? আমি আপনার সহিত অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিব, আপনার সেবা করিয়া রাজ্য হারানর দুঃখ ভুলিয়া যাইব, যতটুকু পারি আপনার ক্লেশ মোচন করিব, ইহা করিয়াই আমি সুখী হইব. ইহা করিয়াই আমি ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে পারিব। নাথ! আপনার চরণ দুখানিই আমার যথাসর্ব্বস্ব ; আপনার চরণ দুখানিই আমার রাজ্য। ঐ চরণ-সেবা-সুখ উপভোগ করিতে পারিলেই আমার রাজ্য সুখ উপভোগ হইবে। স্বামীচরণ সেবাই আমার জীবনের ব্রত ; স্বামীচরণ সেবাই আমার ধর্ম্ম। ঐ চরণ দুখানি সেবা করিতে পারিলে, আমার সর্ব্ব ধর্ম্ম অনুষ্ঠান হইবে, আমার জীবন ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে। অতএব আমাকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করিবেন না।”

দময়ন্তীর কথা শুনিয়া নল বলিলেন "দময়ন্তি! হৃদয়েশ্বরি! আমার হৃদয়রাজ্যের রাণি! তুমি চিরকালই আমার কথামত চলিয়া থাক। আজ ইহার বিপরীত করিতেছ কেন? তুমি বুঝিতেছ না যে বনভ্রমণে, অর্দ্ধাশনে, অর্দ্ধবস্ত্র পরিধানে তোমার কষ্ট হইতেছে, আমারও কষ্ট হইতেছে। সেই জন্যই বলিতেছি তুমি পিত্রালয়ে গমন কর। তথায় গিয়া সুখে থাক। তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী। তুমি পিত্রালয়ে গমন করিলে আমার অর্দ্ধাঙ্গ ভাগ সুখে থাকিবে। অপরার্দ্ধ ভাগ লইয়া আমি অবস্থা ফিরাইবার উপায় দেখিব। তুমি আমার সম্মুখে কষ্ট পাইয়া আমাকে কষ্ট দিতেছ। তোমার পিত্রালয়ে ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা রহিয়াছে। তুমি যাইয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান কর। তুমি মাতা, তুমি তাঁহাদের যে যত্ন লইবে, অপরে কি তাহা লইবে? সুতরাং তুমি পিত্রালয়ে গমন কর।"

নলের কথা শুনিয়া দময়ন্তী বলিলেন "নাথ! আপনার কথায় আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আপনি বন-ভ্রমণ, অর্দ্ধাশন, অর্দ্ধবসন পরিধান, আমার কষ্টের কারণ বলিয়া নির্ণয় করিতেছেন।

আপনি যাহাকে বন-ভ্রমণ বলিতেছেন আমি তাহাকে স্বামীর রাজ্যে স্বামীর সহিত একত্রে ভ্রমণ মনে করিতেছি। আপনি যাহাকে অর্দ্ধাশন মনে করিতেছেন আমি তাহাকে স্বামিসংগৃহীত স্বামীর প্রসাদভক্ষণ মনে করিতেছি। এই নিবিড় বনভাগের বর্ত্তমানে আপনিই এক মাত্র অধীশ্বর। আমিও আপনার প্রসাদে এই বনভাগের এক মাত্র অধীশ্বরী। আপনি এখানে রাজা, আমি রাণী। এখানেত আমি মহা সুখে আছি। এখানে আমাদের মানব রূপধারী কোন প্রজা নাই সত্য, কিন্তু এখানে পুষ্করের মত মানবরূপধারী কোন ভাইও ত আমাদের নাই। এখানে আমাদের মানবপরিশ্রম সম্ভূত ঐশ্বর্য্য নাই সত্য, কিন্তু এখানেত ভ্রাতৃরূপী ঐশ্বর্য্যাপহারকও কেহ নাই। তবে মানব রাজ্যে আমাদের যে ঐশ্বর্য্য ছিল না এখানে তাহা আছে। এখানেই আপনি প্রকৃত রাজা, আমি প্রকৃত রাণী। ঐ যে বন মধ্যস্থ হরিণাদি পশু দেখা যাইতেছে উহারাই আমাদের প্রজা। উহারা পুষ্করের ন্যায় হিংস্র নয় এবং অপরাপর কর্ম্মচারীর ন্যায় পরবশ নয়। এই যে বৃক্ষ হইতে ফল পুষ্পাদি পতিত হইতেছে ইহাই আমা-

দের প্রজাকুলের উপহার। ঐ যে নিকুঞ্জ দেখা যাইতেছে উহাই আমাদের প্রমোদ কানন। ঐ যে নির্ঝর দেখা যাইতেছে উহাই আমাদের প্রমোদ-কাননের ক্রীড়াসরোবর। এই যে পাদ নিম্নে সুকোমল শ্যামল তৃণরাজি বিস্তৃত দেখা যাইতেছে ইহাই আমাদের প্রমোদাগারে বিস্তৃত গালিচা। ঐ যে মস্তকোপরি বৃক্ষপত্রাচ্ছাদিত আতপ নিবারক আবরণ দেখা যাইতেছে উহাই আমাদের প্রমোদ কাননের চন্দ্রাতপ। ঐ যে সুমধুর পক্ষিসঙ্গীত শুনিতেছেন উহাই আমাদের রাজ-সম্মান সঙ্গীত। সুতরাং এখানে আমাদের কোন জিনিষের অভাব নাই। যেখানেে আমাদের কোন কিছুর অভাব নাই, যেখানে আমাদের অধিকার লইয়া বিবাদ করিবার কেহ নাই, সেইখানেই আমরা প্রকৃত রাজা ও রাণী। আমি এই রাজ-সুখ ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে গমন করিব না। পিত্রালয়ে গেলে আমাকে রাজকন্যার ন্যায় কালযাপন করিতে হইবে। আমি যখন রাজাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি তখন আমি রাণী হইয়াই কালযাপন করিব। আপনি যখন আমাকে আপনার হৃদয় রাজ্যের রাণী করিয়াছেন,

আর আপনার প্রসাদে আপনার নিকট দাঁড়াইয়া আমি যখন আমাকে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের একমাত্র অধিশ্বরী মনে করিতেছি, তখন আমি রাণীর সুখ পরিত্যাগ করিয়া রাজকন্যার সুখ ভোগ করিতে যাইব না। সেখানে কেহই আমার প্রজা হইবে না, সেখানে সূচ্যগ্র পরিমিত ভূভাগেরও আমি অধিশ্বরী হইব না। প্রত্যুতঃ লোকে আমাকে রাজ্যচ্যুত রাণী বলিবে। আমি সে গ্লানি সহ্য করিতে পারিব না। এখানে আমাকে রাণী বলিয়া ডাকিবার কেহ নাই সত্য কিন্তু আপনিত আমাকে রাণী বলিয়া সম্বোধন করিবেন। পৃথিবীর সকল লোকে যদি আমাকে রাণী বলে, আর আপনি যদি আমাকে রাণী না বলেন, দেখুনত তাঁহা হইলে আমার কত বড় গ্লানি। অপনি কি আমাকে সেই গ্লানি ভোগ করাইতে চান? আপনি অর্দ্ধাশনের কথা কি বলিতেছেন? এখানেত আমি আমাদের রাজত্বের উৎপন্ন, স্বামীর পরিশ্রমে সংগৃহীত, স্বামীর ভুক্তাবশেষ উপভোগ করিতেছি। আমি আমার রাজার ভুক্তাবশেষ রজাপ্রসাদ ভোগ করিতেছি। পিত্রালয়ে কি আমার ইহা যুটিবে? আর আপনি

কি মনে করেন অশন বসনের উপভোগাদিই স্ত্রী-জীবনের উদ্দেশ্য ? ভক্ষণ শয়নাদি জীবনের উদ্দেশ্য হইলে মানুষত পশু বৈ আর কিছু নয়। ঈশ্বর নিশ্চয়ই মহদুদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। ঈশ্বর নিশ্চয়ই মহদুদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য আমাদিগকে পশুদিগের চেয়ে অধিকতর ক্ষমতা দিয়াছেন। তাঁহার বিধান, পুরুষে কার্য্য করিবে, স্ত্রীলোকে স্বামীর সেবা করিবে। আমি সেই স্বামিসেবাই করিতে চাহি। আমি ঈশ্বরের বিধান মতেই চলিতে চাহি। হৃদয়েশ্বর ! আপনি আমাকে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট করিতে কেন চান ? আমি কি আপনার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছি ? আমাকে আপনি কর্কশের ন্যায় অর্দ্ধ-বস্ত্র পরিহিত বলিতেছেন কেন ? আমি যে এখানে আপনার আবরণে আবৃত, আমি যে এখানে আমার স্বামীর আবরণে আবৃত। মানুষের নিকট হইতে লজ্জা আবরণ করিবার জন্য মানুষের বস্ত্রের প্রয়োজন। দেবতার নিকট হইতে লজ্জা আবরণ করিবার জন্য কোন কিছুরই আবশ্যক হয় না, কারণ দেবতারা আমাদের শরীরের

সকল অংশই দেখিতে পাইতেছেন। স্বামীও দেবতা। সেই জন্য স্বামীর নিকট স্ত্রীলোকের কোন লজ্জা নাই। স্বামীর নিকট স্ত্রীলোকের কোন আবরণ নাই। স্বামীব নিকট যাহার আবরণ আবশ্যক এবং যাহার আবরণ আছে সে প্রকৃত স্ত্রী নয়। আপনি কি আমাকে আপনার স্ত্রী বলিয়া মনে করেন না? আমি যখন আপনার স্ত্রী তখন আপনার নিকটে আমার আবরণের আবশ্যক কি? অন্য লোকের নিকট হইতে লজ্জা নিবারণের জন্যই আবরণের আবশ্যক বস্ত্রের আবশ্যক। এখানেত কোন লোক নাই। এখানে কেবল মাত্র আমার স্বামী বিদ্যমান। স্বামীর নিকটে স্ত্রী লোকের আর লজ্জা কি? অথচ আমার কটিদেশে বস্ত্র আছে। যাহার আবশ্যক ছিল না তাহাও আছে। প্রয়োজনেরও বেশী আছে। সুতরাং আমার বস্ত্রের অভাব কোথায়? আমি এই অবস্থায় মহাসুখে আছি। সুতরাং আমাকে পিত্রালয়ে যাইতে আদেশ করিবেন না। আমি পিত্রালয়ে গেলে লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিবে যে এক্ষণে তোমার স্বামীর শুশ্রূষা কে করিতেছে, তখন আমি কি উত্তর দিব? আপ

নিত সকল সময়ই আমার লজ্জা নিবারণের চেষ্টা পাইয়াছেন। তবে এক্ষণ কেন আমাকে লজ্জা পাইবার মত অবস্থায় পাতিত করিতেছেন? আপনিত কখনও আমার উপর রাগ করেন নাই। তবে এক্ষণে কেন আমার অযথা লজ্জা নিবারণের ভাণ করিয়া পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া প্রকৃত লজ্জাজনক অবস্থায় পাতিত করিতেছেন? আমি আমার স্বামীর নিকটে মহাআবরণে আবৃত আছি। এখানে আমাকে লজ্জা দেয় কাহার এমন সাধ্য? আমি আমার স্বামীর নিকটে মহাসুখেই আছি। আমার পিত্রালয়ের সুখের আবশ্যক নাই। আপনাকে ত্যাগ করিয়া যাইয়া আমার সেখানে সুখ হইবে না। সুতরাং আপনি ইচ্ছা করিয়া আমাকে সুখের অবস্থা হইতে অসুখের অবস্থায় পাতিত করিতেছেন। আপনি চিরকালই আমার সুখ খুঁজিয়া আসিয়াছেন; তবে এক্ষণে আমাকে অসুখী করিতেছেন কেন? আপনিত কখনও আমার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করেন নাই; তবে এক্ষণে আমার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেছেন কেন? আপনি কি আমার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন? আপনার আদেশ, সকল সময়ই

আমার শিরোধার্য্য। আমার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট না হইলে, আমার প্রতি এরূপ কঠোর আদেশ করিবেন কেন? আমি আপনার আদেশ এখনই প্রতিপালন করিব। তবে আপনি বলুন আমার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন কি না, আর আমাকে ক্ষমা করিলেন কি না?

দময়ন্তীর কথা শুনিয়া এবং তাঁহার স্বামী ভক্তির গভীরতা দেখিয়া নল বুঝিতে পারিলেন যে সাধ্বী স্ত্রীলোকেরা স্বামীর বিপদের সময় স্বামীর কষ্টে নিজদের কষ্টের কথা ভুলিয়া যান; তখন কিছুতেই স্বামীর কাছ ছাড়া হইতে চান না, স্বামীর নিকটে থাকিয়া স্বামীর শুশ্রূষা করিতে চান, যাহাতে স্বামীর মনে দুঃখের উদ্রেক না হয় তাহার মত কাজ করিতে চেষ্টা পান। সচরাচর বিপদের সময় পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যাদির কথা মনে পড়ে। কিন্তু সাধ্বী স্ত্রীলোকদিগের বিপদের সময় কেবল মাত্র স্বামীর কথাই মনে পড়ে। পিতা মাতা, পুত্র কন্যাদির কথা তখন মনে ততটা স্থান পায় না। স্বামী নিজের বিপদ নিজে আহ্বান করিলেও সাধ্বী স্ত্রীলোকেরা স্বামীর তিরস্কার করেন না; বিশেষ

সেই বিপদের ভিতর সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা পান। নল আরও দেখিতে পাইলেন যে তিনি এই বিপদ আনয়ন করিবার সময় দময়ন্তীর নিষেধবাক্য না শুনিলেও, দময়ন্তী তাহা বলিয়া তাঁহাকে কোন কথা বলিতেছেন না। দময়ন্তীর মনের বিশ্বাস স্বামিসেবাই রমণীর ধর্ম্ম। স্বামীর কার্য্যে অশুভ ফল উৎপাদিত হইলে তজ্জন্য স্বামীর নিন্দা করা দময়ন্তীর মনে আদৌ স্থান পায় নাই। ইহাই সাধ্বী স্ত্রীর লক্ষণ। দময়ন্তী স্বামীর কার্য্যেও দোষারোপ করিতেছেন না, নিজের কপালকেও ধিক্কার দিতেছেন না। অনেক স্ত্রীলোককেই বিপদের সময় স্বামীর উপর দোষ চাপাইতে বিরত থাকিলেও, নিজেদের কপালের দোষ বিপদের কারণ ঠিক করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। দময়ন্তী সেরূপ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি মনে করিলেন, তাঁহার ব্যবহারেই তাঁহার স্বামী অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, নতুবা তাঁহার প্রতি কর্কশ ব্যবহার এবং কঠোর আদেশ করিবেন কেন? নিজে কোন অন্যায় কার্য্য করি নাই ইহা ঠিক করিয়া এবং নিজের কার্য্যের দোষাদোষ বিচার না করিয়া দময়ন্তী সন্তুষ্ট ছিলেন না। নিজে যে

কোন অন্যায় কার্য্য বা অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন তাহা তাঁহার মনে উদিত হইতেছিল না। তবে তাঁহার মনের বিশ্বাস তাঁহার ব্যবহারে তাঁহার স্বামী অসন্তুষ্ট না হইয়া থাকিলে তাঁহার প্রতি এরূপ কঠোর আদেশ হইবে কেন? বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি হয় না। লোকে কাজ না করিলে ভাগ্যে কিছুই করিতে পারে না; আমরা মন্দ কাজ করি, মন্দ ফল ভোগ করি, আর আমাদের মন্দ ভাগ্য মনে করি। আর আমরা ভাল কাজ করি, ভাল ফল ভোগ করি, আর আমাদের সৌভাগ্য মনে করি। সুতরাং দময়ন্তীর মনে হইল নিশ্চয়ই তাঁহার ব্যবহারে তাঁহার স্বামী অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাই তিনি ক্ষমা চাহিলেন। স্ত্রীলোককে ক্ষমা করা সকল সময়ই পুরুষের ধর্ম্ম। সুতরাং নল চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার কোন উত্তর আসিল না। কিন্তু তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আমিত দময়ন্তীর প্রতি অসন্তুষ্ট হই নাই। বিশেষ তাঁহার ব্যবহারে আমি সন্তুষ্টই আছি। আমি রাজা ছিলাম এক্ষণে বিভবশূন্য, গৃহশূন্য, নিঃস্ব হইয়াছি। এ অবস্থায় দময়ন্তীকে সাথ করিয়া

পথে পথে বেড়ান আমার পক্ষে মর্য্যাদোচিত কার্য্য হয় না। অতএব উঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। উঁহাকে বনে রাখিয়া গেলে উনি নিজে পিত্রালয়ে গমন করিবেন।" নল এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দময়ন্তী সহ পথ চলিতে লাগিলেন। পথে ক্লান্ত হইয়া উভয়ই বসিয়া পড়িলেন। উভয়ই শুইয়া পড়িলেন। দময়ন্তী নিদ্রা গেলেন। নল, তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া ত্যাগ করিয়া যাওয়াই সঙ্গত ঠিক করিলেন। পরে দময়ন্তী যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন নল সেই সুযোগে কলির প্রভাব বশতঃ কাপড়ের অর্দ্ধ ভাগ কাটিয়া লইয়া সেই বিজন বনে নিদ্রিত অবস্থায় ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে দময়ন্তী জাগরিত হইয়া স্বামীকে না দেখিতে পাইয়া "হা নাথ! হা নাথ!" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিলেন তাঁহার মনোবল পরীক্ষার্থ নল কোন বৃক্ষের অন্তরালেই বা পলাইয়া আছেন। অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিছুতেই নলকে দেখিতে পাইলেন না। গহন কাননে এইরূপ একাকিনী পরিত্যক্তা হওয়ায় দময়ন্তী অতিশয় শোকবিহ্বলা হইয়া পড়িলেন।

এরূপ অবস্থায় দময়ন্তী দেখিতে পাইলেন একটি সর্প তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। তখন দময়ন্তী "হা নাথ! হা নাথ! দেখেছ আমাকে অজাগর গ্রাস করিতে আসিতেছে, আমাকে রক্ষা কর, আমি মৃত্যুমুখে পতিত। আমাকে একবার শেষ দেখা দাও" বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দময়ন্তীর ক্রন্দন শুনিয়া নারী-কণ্ঠ-ধ্বনি মনে করিয়া এক ব্যাধ তথায় দৌড়িয়া আসিয়া অজাগরকে সংহার করিয়া দময়ন্তীকে বিপদমুক্ত করিল। কিয়ংক্ষণ পরে দময়ন্তী সংজ্ঞা লাভ করিলে ব্যাধ দময়ন্তীকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। ব্যাধের মনে কিন্তু কুপ্রবৃত্তির উদয় হইল। সে প্রথমে দময়ন্তীকে তোষামোদ, পরে ভয় প্রদর্শন করিল। ইহাতে সিদ্ধমনোরথ না হইয়া পরে সে বল প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইল। তখন দয়মন্তী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন যদি আমি সাধ্বী সতী হই, নল ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিকে যদি আমি মনে স্থান না দিয়া থাকি তবে এখনই ব্যাধ ধরাশায়ী হউক। দুরন্ত ব্যাধ তৎক্ষণাৎ ধরাশয়ী হইল।

পরে দময়ন্তী নলের অন্বেষণে ঘুরিতে লাগিলেন এবং ঘুরিতে ঘুরিতে এক মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। দময়ন্তী তখন ঋষিকে প্রণাম করিয়া নলের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষি উত্তর করিলেন, 'নল কুশলে আছেন। আপনি চিন্তিত হইবেন না। অবিলম্বে আপনার বাসনা পূর্ণ হইবে।' এই বলিয়া ঋষি অন্তর্হিত হইলেন। দময়ন্তী আর তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম? বিধি কপালে কি লিখিয়াছেন তাহাত আর বুঝিতে পারিতেছি না। এইরূপ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া দময়ন্তী পুনরায় হাটিতে লাগিলেন এবং বহুপথ অতিক্রম করিয়া পুনরায় এক জনপদে প্রবেশ করিলেন। তথায় এক দল বণিককের সহিত দময়ন্তীর সাক্ষাৎ হইল। এই লোকেরা চেদিরাজ্যে বাণিজ্য করিবার জন্য যাইতেছিল। তাহাদের দলপতি মহাসার্থ দময়ন্তীকে পাগলিনীর বেশে দেখিয়া তাঁহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। দময়ন্তীও স্বীয় বিবরণ যথাযথ বর্ণনা করিলেন। তাঁহারা দময়ন্তীর বিবরণ শুনিয়া তাঁহার দুঃখে দুঃখিত

হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া চেদিরাজ্যাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

বহুপথ অতিক্রম করিয়া সকলে ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সার্থবাহগণ বৃক্ষের শাখার সহিত নিজেদের হস্তী উষ্ট্র ঘোটকাদি বন্ধন করিলেন এবং নিজেরা বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন। অর্দ্ধরাত্রে একদল বন্যহস্তী তথায় আসিয়া উপনীত হইল। তাহারা গ্রাম্য হস্তী দেখিয়া রোষপরবশ হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। দ্বিপ্রহর রজনীর ঘোর অন্ধকারে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। বন্যহস্তিগণ মদমত্ত অবস্থায় কয়েকটী গ্রাম্যহস্তীর সহিত কতকগুলি লোকেরও প্রাণ সংহার করিল। অনেকে আহত হইল। আহতাবশিষ্ট লোকগণ পলায়ন করিয়া একস্থানে একত্রিত হইল। তাহারা বলিতে লাগিল, 'কেন এইরূপ দৈবদুর্ব্বিপাকে পতিত হইলাম?' কেহ উত্তর করিল 'মনিভদ্রের পূজা করা হয় নাই বলিয়া এইরূপ ঘটিয়াছে;' কেহ বলিল 'কুবেরের পূজা করা হয় নাই বলিয়া এরূপ ঘটিয়াছে।' তৃতীয় ব্যক্তি বলিল,'আমাদের সঙ্গে যে রাক্ষসী আসিয়াছে তাহা-

রই মায়ায় এরূপ ঘটিয়াছে।' অতএব যদি তার দেখা পাই তবে লতাপাতায় বান্ধিয়া লোষ্ট্রমুষ্ট্যাঘাতে তাহার প্রাণ সংহার করিব।

এই কথা শুনিয়া দময়ন্তী অতিশয় ভীত ও লজ্জিত হইলেন। তিনি আকুলিত প্রাণে ভীষণ কানন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কানন মধ্যে বন্য-জন্তুর বিকট চীৎকারধ্বনি শুনিয়া তাঁহার ভয় দ্বিগুণতর বৃদ্ধি পাইল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছি। নিশ্চয়ই আমি কোন অপরাধ করিয়া থাকিব, তাই আমাকে পিত্রালয়ে যাইতে বলেন। আমি ক্ষমা চাহি, তিনি আমাকে ক্ষমা না করিয়া গহন-কাননে একাকী ফেলিয়া গিয়াছেন। আমার অপ-রাধ নিশ্চয়ই গুরুতর। নতুবা আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন কেন? স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হওয়া অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে আর কি বিড়ম্বনা হইতে পারে? আমার ভাগ্যে সেই বিড়ম্বনা সংঘটিত হইয়াছে। আমার তুল্য পাপী কে? আমি সুবিধা পাইয়াও সেবা করিয়া স্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে পারি নাই, তখন আমার তুল্য পাপী কে?

রাজধানীতে বহুসংখ্যক দাসদাসী রাজার সেবা করিত; আমার কর্ত্তব্য তাহারা সম্পন্ন করিত, রাজা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন, আমি যে স্বামি-সেবায় অনুপযুক্ত তাহা তখন তাঁহার মনে উদিত হয় নাই. যেহেতু যথেষ্ট পরিমাণে দাসদাসী তাঁহার সেবা করিত, তাঁহার শুশ্রূষার অভাব হইত না, তাই তিনি আমার খুঁত না জানিতে পারিয়া আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিতেন। আমি কিন্তু মনে মনে ভাবিতাম যে রাজার সকল কাজই যদি আমি স্বহস্তে করিয়া দিতাম তাহা হইলে না জানি রাজার কতই সুখ হইত! দাসদাসীর পরিচর্য্যা দেখিয়া তখন আমার মনে ঈর্ষ্যা জন্মিত। মনে করিতাম, আমার স্বামী, আমি পরিচর্য্যা করিব, অপরে করে কেন? আর আমি গহনকাননে একাকীই রাজার সেবা করিবার সুবিধা পাইয়াছিলাম, আমার কার্য্যে ভাগ বসাইবার কেহ ছিল না, ইহা দেখিয়া আমি নিজেকে সৌভাগ্য-বতীও মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আমি সেবা করিয়া স্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছি কৈ? প্রত্যুত আমার সেবায় অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি আমাকে একাকী রাখিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমার গর্ব্ব খর্ব্ব

করিবার জন্যই ঈশ্বর তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বিজন অরণ্যে আমার সহিত প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমার ঈর্ষ্যার অসারত্ব প্রতিপাদনার্থই আমি রাজাকে একাকী বিজন অরণ্যে সেবা করিতে পাইয়াছিলাম। আমি স্ত্রীলোক হইয়া স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করিতে সমর্থ হই নাই। এক্ষণ হইতে যাহাতে আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিতে সমর্থ হই তজ্জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। এক্ষণ হইতে স্বামি-সেবায় আমি নিশ্চয়ই কোন ভুল বা ত্রুটি করিব না। হে ঈশ্বর। তুমি অবলার বল, আমাকে বল দাও, আমি যেন স্বামি-সেবারূপ দুস্তর মহা-সমুদ্র সাঁতারাইয়া পার হইতে পারি। হে দীনবন্ধু! তুমি দীনার বন্ধু; আমাকে সাহায্য কর; আমি যেন স্বামি-সেবা করিয়া সফলকাম হইতে পারি। হে আমার আরাধ্য দেবদেবিগণ! আমি তোমাদের নিকট ভিখারিণী বেশে শক্তি ভিক্ষা করিতেছি; আমাকে শক্তি দাও; আমি যেন শক্তির ন্যায় স্বামি-শিব উপাসনা করিয়া শিবের প্রসাদ উপভোগ করিতে পারি। হে আমার পিতৃবংশের পূর্ব্ব পুরুষগণ! আমি আপনাদের পবিত্র বংশে জন্ম

গ্রহণ করিয়া স্বামি- মনোরঞ্জন কার্য্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছি না ; আমার জন্য আপনাদের পবিত্র বংশে কলঙ্ক আরোপিত হইতে যাইতেছে ; আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি স্বামি-মনোরঞ্জন-কার্য্যে সিদ্ধকাম হইতে পারি। হে আমার মাতৃবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ ! আমি আপনাদের কন্যা সম্ভূত ; আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি স্বামি-ভক্তি দেখাইয়া স্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হই ; নতুবা আমার জন্য আপনাদের বংশে কালি পড়িবে। হে পিতৃদেব ! আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন আমি যেন আপনার জামাতার সেবা করিয়া আপনার মুখোজ্জ্বল করিতে পারি। হে মাতৃদেবি ! আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন আমি যেন আপনার জামাতাকে সন্তুষ্ট করিয়া আপনার কন্যানামের উপযুক্ত হইতে পারি। হে আমার স্বামিন্ ! আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন ; আমি যেন আপনার চিত্তবিনোদন করিতে সমর্থ হই ; নতুবা লোকে আপনারই স্ত্রীর গ্লানি করিবে ; ইহা মনে ভাবিতে কি আপনার লজ্জা হয় না ? হে মুনি পত্নিগণ ! আপনারা দরিদ্রবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া

দরিদ্র স্বামী বিবাহ করিয়া অরণ্যে স্বামি সেবা করিয়া স্বামীর দ্বারা মহৎকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিতেছেন ; আর আমি রাজ-বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজ চক্রবর্ত্তী বিবাহ করিয়া সেই স্বামীকে অরণ্যে পাইয়াও সেবা করিয়া সন্তুষ্ট মাত্র করিতে পারিতেছি না ; আপনারা আমাকে স্বামি-সেবা ও স্বামি-ভক্তি শিক্ষা দিউন , আমিও যেন স্বামীকে দিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হই। হে চক্রবাকি ! তুমি স্বামি-সেবা করিয়া স্বামীকে স্নেহ-ডোরে বান্ধিয়াছ ; তুমি আমাকে স্বামি-সেবা শিক্ষা দাও , আমি ও যেন স্বামি-সেবা দ্বারা স্বামীকে স্নেহ ডোরে বান্ধিতে পারি ; তাহা হইলে আর তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না ! হে কপোতি ! তুমি তোমার কপোত সহ কেমন উচ্চ বৃক্ষ চূড়ায় নীড় বান্ধিয়া বাস করিতেছ ; তুমি আমাকে তোমার স্বামি-সেবা শিক্ষা দাও ; আমিও এই বিজন অরণ্যে স্বামীর সহিত কুটীর বান্ধিয়া বাস করিব ; তাহা হইলে আমার স্বামী আমাকে আর ত্যাগ করিয়া যাইবেন না। হে শারি ! তুমি স্বামি-সেবা করিয়া কেমন

সুন্দর স্বামি-গুণ-গীত গাহিয়া বেড়াও, তুমি আমাকে স্বামি-সেবা এবং স্বামি-গুণ-গীত শিক্ষা দাও, তাহা হইলে আমি যেখানে থাকি তোমার মত স্বামি-গুণ-গীত গাহিব এবং সকল সময়ই মনে করিব আমি স্বামীর নিকট আছি। হে আমার স্বামিন্! আপনি আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—বিরক্ত হইয়াই ত্যাগ করিয়াছেন—আমি নিজেকে ধিক্কার দিতেছি, আপনি আসুন, দেখুন আমি আপনার সেবা করিয়া আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি কিঁ না? আপনি আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আর আমি আপনাকে আসিতে বলিতেছি বলিয়া কি আপনি আমার উপর কুপিত হইয়াছেন? নাথ! আমি আহ্বান করাতে আপনি আমার প্রতি কুপিত হইবেন না, আপনি মনে করিয়া দেখিবেন আপনি আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—আমিত আপনাকে ত্যাগ করি নাই—তবে আমি আমার দাওয়া ছাড়িব কেন? স্বামি-সেবা আমার ধর্ম্ম। আমি ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য চেষ্টা করিব না কেন? নাথ! আপনি আসুন, দেখুন, আমি আপনার চিত্ত বিনোদনে সমর্থ হই কিঁ না। নাথ! ঐ যে হিংস্র জন্তু

আসিতেছে, উহারা আসিয়া আমাকে খাইয়া ফেলিবে, তাহা হইলে আমার স্বামি-সেবাও হইবে না, আমার ধর্ম্মানুষ্ঠানও হইবে না। হা ঈশ্বর! আমাকে বন্যজন্তুর হস্ত হইতে উদ্ধার কর, আমাকে কি স্বামি-পরিত্যক্ত অবস্থায় এই পৃথিবী হইতে অপসারিত করিতে চাও? তাহা হইলেও আমার ভাগ্যে এ জীবনে আর স্বামি-সেবা হইবে না, আমার জীবনত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে না—অপূর্ণ অবস্থায় আমাকে লইয়া গেলে আমার ভাগ্যে চির নরক ভোগ ঘটিবে। হা ঈশ্বর! তুমিই সাক্ষী—আমার স্বামী আমার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, আমি তাঁর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হই নাই। তিনি আমাকে যে অবস্থায় পাতিত করিয়া সুখে থাকেন, সেই অবস্থায়ই আমাকে পাতিত করুন। তাহাতেই আমারি সুখ। স্বামীর সুখেই আমার সুখ। তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া কি আমি এই গহন কাননে বসিয়া থাকিব? তাহা হইলে ঐ হিংস্র জন্তু আসিয়া আমাকে খাইয়া ফেলিবে—আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান হইবে না। আমার ভাগ্যে আর স্বামি-সেবা ঘটিবে না। আমি এখানে

আর বসিয়া থাকিব না। তাহা হইলে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আহ্বান করা হইবে, আত্মহত্যাজনিত মহাপাপ সংঘটিত হইবে। আমার স্বামী আমার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া যদি আমি এখানে বসিয়া থাকিয়া হিংস্র জন্তুর হস্তে প্রাণ হারাই, তাহা হইলে একটী কু দৃষ্টান্ত সংস্থাপিত হইবে! তাহা হইলে কোন পতিই তাঁহার স্ত্রীকে শাসন করিতে সাহসী হইবেন না, পাছে স্ত্রী আত্মহত্যা করেন, পাছে পতি একটী সৃষ্ট জীবের আত্মহত্যার কারণ হইয়া পড়েন, তাই আমি এখানে থাকিব না। যে সকল পতি ইচ্ছা করিয়া দুরারোগ্য স্ত্রীচেষ্টাতীত মোহ-রোগাক্রান্ত হইয়া স্ত্রীর উপর উৎপীড়ন করেন এবং স্ত্রী ভবিষ্যতে অন্য কোন পতি, স্ত্রীর উপর অন্যায় অত্যাচার না করেন তদ্বিধানার্থ আত্মহত্যা দ্বারা নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া সংসারে একটী সদ্দৃষ্টান্ত সংস্থাপন করেন সেই সকল পতির স্ত্রীরই আত্মহত্যা শ্লাঘ্য। আমার পতি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আমার আত্মহত্যা শ্লাঘার বিষয় না হইয়া বরং

মহা দূষণীয় বিষয় হইবে। তাই আমি এখানে আর বিলম্ব করিব না।” এইরূপ চিন্তা করিয়া দময়ন্তী পুনরায় রাজপথের দিকে ফিরিয়া আসিলেন এবং সার্থবাহগণের নিকট হইতে দূরে অন্তরালে অবস্থান করিয়া রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে বণিকেরা অবশিষ্ট ধন সম্পত্তি লইয়া চেদী রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিল। দময়ন্তীও দূর হইতে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে অর্দ্ধবস্ত্রাবৃত, বিবর্ণ ও কৃশ দেখিয়া বালকেরা তাঁহাকে পাগলিনী মনে করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ নানারূপ উৎপাত করিতে করিতে ছুটিল। দময়ন্তী এইরূপে বালকগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া যখন রাজবাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন তখন ছাদের উপর হইতে রাজমাতা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া পরিচারিকা দিয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন। তিনি তথায় নিজের পরিচয় না দিয়া নিজের দুঃখাদির কথা সমুদয় বিবৃত করিলেন। রাজমাতা ইহা শুনিয়া আরও দুঃখাভিভূতা হইয়া দময়ন্তীকে তথায় থাকিতে বলিলেন। দময়ন্তী বলিলেন

তাঁহার একটী ব্রত আছে। যেখানে তিনি সেই ব্রত পালন করিয়া চলিতে পারিবেন তিনি সেখানেই বাস করিতে পারেন। রাজমাতা ব্রতটীর কথা শুনিতে চাহিলেন। দময়ন্তী বলিলেন "আমি কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিব না, কাহারও পদ ধৌত করিব না; আর অন্য পুরুষের সহিত আলাপ করিব না" তিনি আরও বলিলেন "আপনি যদি আমার এই ব্রত পালন করাইয়া দিতে পারেন, আমার প্রতি কেহ অত্যাচার করিতে আসিলে তাহার হস্ত হইতে যদি আমাকে মুক্ত করিতে পারেন এবং আমার সমক্ষেই আমার পতির অন্বেষণে যদি লোক প্রেরণ করেন তাহা হইলে আমি আপনার আলয়ে থাকিতে পারি। নতুবা পথে পথে আমার স্বামীর অন্বেষণ করিয়া বেড়ানই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। রাজমাতা দময়ন্তীর কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, তিনি যে কোন ভদ্রবংশ সম্ভূত তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে নিজের দুহিতা সুনন্দার সহচরী করিয়া দিলেন। দময়ন্তী সুনন্দার সহচরী হইয়া চেদিরাজভবনে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজা নল দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় দেখিলেন এক প্রচণ্ড দাবানল উত্থিত হইয়াছে। নল অগ্নি-সমীপবর্ত্তী হইলে শুনিতে পাইলেন, অগ্নিমধ্য হইতে কে যেন, মহারাজ নল আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর বলিয়া চীৎকার করিতেছে। এই চীৎকার শুনিয়া, ভয় নাই, ভয় নাই বলিতে বলিতে রাজা অগ্নির নিকটে যাইয়া দেখিলেন, অগ্নিমধ্যে এক সর্প কুণ্ডলাকার হইয়া দগ্ধ হইতেছে। রাজাকে দেখিয়া সর্প আত্মপরিচয় প্রদান করিল—বলিল, আমার নাম কর্কোটক ভুজঙ্গ, মহর্ষি নারদকে মিথ্যা কথা বলিয়া প্রতারণা করি বলিয়া তিনি আমাকে এইরূপ দগ্ধ হইতে অভিশাপ দেন। পরে আমি তাঁহার চরণে পতিত হইয়া বিস্তর অনুনয় বিনয় করি। তাহাতে তিনি কথঞ্চিৎ বিগতকোপ হইয়া বলিলেন যে, রাজা নল আসিয়া তোমাকে এই অগ্নি হইতে অপসারিত করিয়া শাপ মোচন করিবেন। ইহা শুনিয়া নলরাজা তাহাকে অগ্নি হইতে অপসারিত করিলেন, এবং কর্কোটক রাজার প্রত্যুপকার করিতে

প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাকে দংশন করিল। সর্প-দংশনে রাজা বিবর্ণ হইয়া গেলেন। এবং সর্পের দিকে বিস্ময়দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইহা দেখিয়া কর্কোটক বলিল "আমি আপনাকে বিবর্ণ করিয়া দিলাম। বিবর্ণ হেতু আপনাকে কেহ চিনিতে পারিবে না। এই দিব্য বস্ত্র দিতেছি, ইহা পরিধান করিয়া আমাকে স্মরণ করিবেন, তাহা হইলে স্বীয়রূপ প্রাপ্ত হইবেন। অযোধ্যায় ঋতু-পর্ণ নামে এক রাজা আছেন। তাঁহার নিকট যাইয়া বলুন, আমি দ্রুত অশ্বচালনা করিতে পারি, উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনাদি পাক করিতে জানি। এই সমস্ত শুনিলে রাজা আপনাকে উপযুক্ত চাকুরি প্রদান করিবেন। কিছুদিন পরে অশ্বচালনা বিদ্যাশিক্ষার পরিবর্ত্তে ঋতুপর্ণ রাজার নিকট হইতে অক্ষক্রীড়া-বিদ্যা শিক্ষা করিবেন এবং অক্ষক্রীড়া শিক্ষা-লাভ হইলেই স্ত্রী পুত্র রাজ্যধন সমস্তই পাইবেন। আর যে দুষ্টাত্মা আপনার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া আপ-নাকে কষ্ট দিতেছে, আমার বিষে সে জর্জ্জরিত হইয়া আপনাকে পরিত্যাগ করিবে। আপনি বিষের জ্বালায় কোন ভয় করিবেন না। ইহার

জন্য আপনার কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। দেব দানব কিছু হইতেই আপনার ভয় নাই। আপনি স্বচ্ছন্দ চিত্তে ঋতুপর্ণ রাজার বাটীতে গমন করুন। তথায় বাহুক নামে নিজের পরিচয় দিবেন।"

কর্কোটকের উপদেশানুসারে নল,দশ দিনের পথ হাঁটিয়া ঋতুপর্ণ রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। নৃপতিকে যথাবিহিত নমস্কার করিয়া নল নিবেদন করিলেন, "আমি দ্রুত অশ্বচালনা করিতে জানি, উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনাদি পাক করিতে এবং উৎকৃষ্ট শিল্প কাজও করিতে পারি।" রাজা বলিলেন, "আমি দ্রুত গমন ভালবাসি। তুমি আমার সরকারে চাকুরি গ্রহণ কর।" এই বলিয়া রাজা নলের সেবায় দুইজন পরিচারক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। নল ঋতুপর্ণের রাজধানীতে বাহুক নামে পরিচিত হইলেন। বাহুক দিনে নিজের কাজকর্ম্ম করিতেন, রাত্রিতে দময়ন্তীর কথা মনে করিয়া শোক করিতেন। তুই এক সময় চিন্তা করিতে করিতে তিনি এতদূর বিহ্বলচিত্ত হইয়া পড়িতেন যে ভৃত্যদ্বয়ের নিকট হইতে আর অধিক দিন মনের ভাব গোপন করিতে পারিলেন না। কোন রাত্রিতে জনৈক

ভৃত্য তাহার মনঃকষ্টের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, "এক হতভাগা নিবিড় বনে হিংস্র জন্তুর মধ্যে তাহার স্ত্রীকে একাকী ফেলিয়া আসিয়াছে। পরম গুণবতী স্ত্রী কিছুতেই তাহাকে ছাড়িতে চাহিল না। কিন্তু সেই হতভাগা স্ত্রীকে নিদ্রিত অবস্থায় অর্দ্ধবসন পরিহিত করিয়া পলাইয়া গিয়াছে। সেই স্ত্রীলোকটী পথ চিনে না। অনাহারে কোথায় কি করিবে তাহার কিছুই ঠিক নাই। সেই স্ত্রীলোকটীর কথা মনে হইলে আমার বিশেষ কষ্ট হয়।" ভৃত্যটী বলিল, "পরের বিষয় লইয়া ওরূপ মাথাব্যথা করিবেন না। বৃথা চিন্তা করিলে কি ফল হইবে? নিজের কার্য্য দেখুন।" নল কিন্তু একই ভাবে চিন্তা করিয়া রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন।

বিদর্ভনগরে রাজা ভীমসেন ও তদীয় মহিষী, কন্যা ও জামতার নিরুদ্দেশ অবস্থার কথা শুনিয়া; অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি জামাই মেয়েকে আনিয়া দিতে পারিবে তাহাকে একখানি গ্রাম, বহু সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ও গোধন প্রদান করিবেন; আরও বলিলেন,

যে যদি কেহ কেবল মাত্র মেয়ে জামাইএর সংবাদ আনিয়া দিতে পারিবে তাহাকে এক সহস্র গোধন প্রদান করিবেন। এই ঘোষণাপত্র পাঠ করিয়া সুদেব নামে এক ব্রাহ্মণ নল দময়ন্তীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন এবং অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে চেদিরাজ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই রাজ্যে অনুসন্ধান করিতে করিতে এক দিন সুদেব রাজবাটীতে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন, দময়ন্তী রাজ ভবনে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার আর সে কান্তি নাই, চুলের আর সে শোভা নাই, বসন ভূষণের আর সে বিন্যাস নাই, শরীরের আর সে যত্ন নাই। ইহা দেখিয়া সুদেব দময়ন্তীর নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন "বিদর্ভ রাজনন্দিনি! আমাকে চিনিতে পার? আমি তোমার ভ্রাতার প্রিয়সখা সুদেব। তোমার পিতার আজ্ঞানুসারে তোমাদের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছি।" সুদেবের নিকট দময়ন্তী নিজের অবস্থা বর্ণনা করিতে করিতে কান্দিয়া ফেলিলেন। সুনন্দা দূর হইতে ইহা দেখিতে পাইলেন। এবং দময়ন্তী কোন অপরিচিত পুরুষের সহিত কথা কহিতে কহিতে

কান্দিতেছেন এই কথা মাকে জানাইলেন। রাজ-মাতা অবিলম্বে তথায় উপনীত হইয়া দময়ন্তী সংক্রান্ত সমুদয় বিষয় অবগত হইলেন এবং দময়ন্তীর ভ্রূমধ্যে জটুল চিহ্ন দেখিয়া নিজের ভগিনীর কন্যা বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তখন রাজমাতা দময়ন্তীর ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া কান্দিতে লাগিলেন। দময়ন্তীও মাসীমাতাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে সস্নেহে প্রণাম করিলেন। পরে মাসীমাতা বহু সংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে দময়ন্তীকে তাঁহার পিত্রালয়ে প্রেরণ করিলেন।

দময়ন্তী পিতৃসকাশে উপনীত হইলে রাজা, সুদেবকে স্বর্ণ মুদ্রা, ভূমি ও গোধন দান করিলেন। রাজবাটীতে মহা উৎসবের ঢেউ বহিতে লাগিল। সকলেই সেই উৎসব-তরঙ্গে গা ঢালিয়া দিল। কেবল মাত্র দময়ন্তীর মনে উৎসবানুরূপ আনন্দ হইল না। পিতা, মাতা, পুত্র ও কন্যা দেখিয়া তাঁহার মনে আনন্দ হইল বটে, নলের যথেষ্ট অনুসন্ধান করিতে পারিবেন বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু নলবিরহে তিনি যৎপরো-নাস্তি মনোপীড়া ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি

দেখিতে পাইলেন তাঁহার দুঃখ কেহই বুঝিতেছে না; তাঁহার দুঃখে কেহই কাতর হইতেছে না; সকলেই আপন আপন মনে আমোদ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তিনি মনে মনে ভাবিলেন এবং বলিলেন "রাজকার্য্যাদি পূর্ব্ববৎ চলিতেছে; ভক্ষণ শয়ন, গমন আগমন, সংযোগ বিয়োগ, সমীকরণ বিশ্লেষণ, গঠন ভগ্নকরণ, নির্ম্মাণ ধ্বংস, নাচ গান, হাসি তামাসা, ক্রীড়া কৌতুক, যুদ্ধ বিগ্রহ, শান্তি অশান্তি, সকলই পূর্ব্ববৎ চলিতেছে; ইহাদের কিছুরই বিরাম নাই। পূর্ণচন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় কিরণ দিতেছেন; সূর্য্য পূর্ব্বের ন্যায় আলোক বর্ষণ করিতেছেন; নদী পূর্ব্বের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে; ভ্রমর পূর্ব্বের ন্যায় গুন্ গুন্ করিতেছে, পক্ষিগণ পূর্ব্বের ন্যায় গান করিতেছে; হরিণগণ পূর্ব্বের ন্যায় চাহিতেছে; ময়ূরগণ পূর্ব্বের ন্যায় নৃত্য করিতেছে; গাভীগণ পূর্ব্বের ন্যায় দুগ্ধ দান করিতেছে; কিছুই চুপ করিয়া থাকিতেছে না; কিছুরই বিরাম নাই। কি মনুষ্যজগৎ, কি জড়জগৎ, কি পক্ষিজগৎ, কি জন্তুজগৎ, সকলই পূর্ব্বের ন্যায় চলিতেছে, কিছুরই বিরাম নাই। তবে আমার মত দুই একটী হত-

ভাগা এখানে সেখানে দেখা যাইতেছে, কেবল আমি আর সেই হতভাগা কয়টি চলিতেছি না; আর অপর সকলেই চলিতেছে, কেহই আমাদের জন্য দাঁড়াইতেছে না, কিম্বা ফিরিয়াও চাহিতেছে না। আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কেহই কাজ পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের জন্য বসিয়া, রহিতেছে না। হে সূর্য্যদেব! তুমি কিরণ দিতেছ, তোমার কিরণে আলোকিত হইয়া লোকেরা কার্য্য করিতেছে; কিন্তু আমার হৃদয় দুঃখান্ধকারময়, তাই আমি বসিয়া আছি; তুমি কেন আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমার ন্যায় তোমার বক্ষে অন্ধকার ধারণ করিতেছ না? তাহা হইলে দেখিতাম লোকে আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া কেমন করিয়া কার্য্য করে? তুমি কি এই পৃথিবীর অধিকাংশের সুখে সুখী হইয়া হৃদয়ে আলো ধারণ করিয়া সকলকে আলোকিত করিতেছ? তুমি যখন সকলকেই আলোকিত করিতেছ, তখন কেন আমাকে আলোকিত করিতেছ না? আমার মত নিশ্চেষ্ট জীবের দুঃখ দূর করা তুমি সঙ্গত মনে করিতেছ না বলিয়াই কি তোমার আলোক

সত্ত্বেও আমার হৃদয় অন্ধকারময়। যাহারা পৃথিবীতে কাজ করিবে না, অথচ শুধু বসিয়া বসিয়া ভাবিবে, তাহাদিগকে আলোকিত করা তুমি উপযুক্ত বিবেচনা কর না বলিয়াই কি তোমার আলোক সত্ত্বেও আমার হৃদয় অন্ধকারময়? হে পবন দেব! তুমি সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত করিয়া সকলের শরীর শীতল করিতেছ, কেবল মাত্র আমার শরীর শীতল করিতেছ না! তুমি কেন আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমার মত নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিয়া এক দিনের তরে বাতাস দেওয়া ক্ষান্ত দিতেছ না? তুমি যদি এক দিনের তরেও বাতাস দেওয়া ক্ষান্ত দিতে তাহা হইলে দেখিতাম, বিরহ ক্লেশে আমার শরীর যেরূপ পুড়িতেছে সকলের শরীর সেরূপ পুড়ে কিনা, আর সকলে আমার মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকে কি না? যাহারা আমার মত কার্য্য করে না, অথচ আমার মত বিরহক্লেশে শরীর দগ্ধ করে তুমি কি তাহাদের জন্য প্রবাহিত হও না? তাহারা কি তোমাকে উপভোগ করিবার উপযুক্ত নয়? বলত পবন, অপর সকলেই বা কি দিয়া তোমাকে মুগ্ধ করিয়াছে

আর আমিই বা কি অপরাধে তোমার নিকট অপ-রাধী হইয়াছি? তাহারা কার্য্য করিয়া মাথা ঘামাইতেছে, ইহাই কি তাহাদের সুকৃতি, এই সুকৃতি বশতঃই কি তুমি মুগ্ধ হইয়াছ, আর আমি ভাবিয়া মাথা গরম করিতেছি, ইহাই কি আমার দুষ্কৃতি, এই দুষ্কৃতির জন্যই কি তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ? হে মা গঙ্গে! তুমি সুশীতল সলিলস্রোতঃ প্রবাহিত করিয়া শীতল জল দান করিয়া সকলের শরীর প্রাণ সুশীতল করিতেছ, কেবল মাত্র আমার, করিতেছ না; কই মা! তুমিও ত আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া এক দিনের তরে বারিদানে ক্ষান্ত দিতেছ না। মা, তুমি দেবী হইয়া দেবগণের ন্যায় আমার সহিত পরুষ ব্যব-হার করিতেছ, মা এই কি তোমার নারিধর্ম্ম? মা তুমিও কি আমার মত চুপ করিয়া বসিয়া থাক, মেয়ের জন্য এক মুহূর্ত্তের লাগি বিলম্ব কর না? মা, আমি কি তোমার বারি পান করিয়া শীতল হইবার উপযুক্ত নই? হে কোকিল! তুমি মিলন সঙ্গীত গান করিতেছ, তুমি কি জান না আমি পতি বিরহে দুঃখিত হইয়া কালযাপন করিতেছি?

আমাকে রাজকন্যা জানিয়াও কি তুমি আমার দুঃখে দুঃখ প্রযুক্ত বিরহ-সঙ্গীত গান করা দূরে থাকুক, আমাকে মিলন সঙ্গীত শ্রবণ করাইয়া আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছে? যাহারা পতি-বিরহ বশতঃ আমার মত নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া পড়ে, তাহারা রাজকুমারী এবং রাজ রাণী হইলেও অবজ্ঞাস্পদ, মনে করিয়াই কি আজ তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিতেছ, না, পৃথিবীর অধিকাংশই মিলন সুখে কালযাপন করিতেছে বলিয়া আমার বিরহক্লেশের প্রতি না তাকাইয়া তাহাদের সুখ-গীতি সুললিত স্বরে গাহিতেছ? হে বায়স! তুমি কা, কা, করিয়া আমার নল কোথায় জিজ্ঞাসা করিতেছ; তুমি চির ধূর্ত্ত, তাই আমার নল কোথায় তাহা আমি তোমাকে বলিয়া দিতে পারিব না বলিয়াই কি তুমি আমাকে কা, কা, রবে অবজ্ঞা করিতেছ? হে পিতঃ! তুমিও দেখি পূর্ব্বের মত রাজকার্য্যে রত আছ; কই আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া এক দিনের জন্যও ত আমার মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেছ না? তুমি কি ভাবিতেছ "আমার কন্যার মত যাহারা চুপ করিয়া বসিয়া

ভাবে, তাহারা ভাবুক, যাহারা কার্য্য করিতেছে, তাহাদের জন্য আমি কাজ করিয়া যাই?" হে মাতঃ! তুমিও ত এক দিনের তরে স্বামিসেবায় বিরত থাকিতেছ না; তোমার কন্যার কি স্বামী নাই? সে যেমন চুপ করিয়া বসিয়া আছে, তাহার জন্য দুঃখিত হইয়া অন্ততঃ এক দিনের জন্যও কি তোমার সেইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিত নহে? হে মহাজ্ঞানসম্পন্ন বৃদ্ধ মন্ত্রি! তুমি আমার বিবাহের সময় বহুদিন ধরিয়া সকল কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র আমার বিবাহের উৎসব সম্পাদনার্থ কার্য্য করিয়াছিলে, আজ কেন আমার পতি-বিরহ-দুঃখে দুঃখিত হইয়া সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া আমার ভাবনা ভাবিতেছ না? তুমিও কি অপরাপর সকলের ন্যায়, যাহারা কাজ করিতেছে তাহাদের জন্য কাজ করিতেছ, আমার মত নিশ্চেষ্ট হতভাগ্যদের জন্য নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিয়া ভাবিতেছ না? হে নগরবাসিগণ! তোমরা আমার বিবাহের সময় এক মাস কাল যাবৎ অনবরত আমোদ প্রমোদ করিয়াছ; এক্ষণে আমি পতি-বিরহে ক্লেশ পাইতেছি; অদ্যকার জন্য কেন

তোমরা আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমোদ প্রমোদ ত্যাগ করিতেছ না? তোমরা কি তোমাদের স্ব স্ব সুখ দুঃখ লইয়া চলিতেছ, অপরের দুঃখের প্রতি তাকাইতেছ না? হে কুমারীগণ! তোমরা কেন স্বামী খুঁজিতেছ, বিবাহ বসিতেছ? তোমাদের কি তোমাদের রাজকুমারীর দুঃখ দেখিয়া ভয় হ'চ্ছে না? তোমাদেরও কি নিরস্ত হওয়া উচিত নয়? তোমরা সকলেই চলিতেছ, জগৎ চলিতেছে, আমি হতভাগা, তাই পশ্চাতে পড়িয়া আছি; সকলের সঙ্গে হাসিয়া নাচিয়া চলিতে পারিতেছি না। যাহারা এই জগতের সহিত চলিয়া উঠিতে পারে না, বৃথা চিন্তা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভ্রমণে বিরত থাকে, তাহারা উন্নতি করিতে পারে না, তাহারা সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। আমিও তাই সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিব। আমি পিতা মাতার সেবা করিয়া;পুত্র-কন্যার লালন পালন করিয়া, স্বামীর অনুসন্ধান করাইয়া, কার্য্য করিয়া সকলের সঙ্গে সঙ্গে, পৃথিবীর আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলিব। মুনি ঋষিরা বলিয়া থাকেন, "আমরা অনবরত সত্যের অনুসন্ধান করিতেছি; পূর্ব্ব পূর্ব্ব

ঋষিগণ অনুসন্ধান করিয়াছেন, অথচ পান নাই, ইহা জানিয়াও আমরা সত্যের অনুসন্ধান করিতেছি ; আশা আছে যদি পাই ; কিন্তু পাইব যে ইহার প্রমাণ নাই, তবুও অনুসন্ধান করিতেছি, সত্যকে পাইবার আশা অপেক্ষা সত্যের অনুসন্ধানেই আমরা অধিকতর সুখ পাইতেছি, এই অনুসন্ধানেই দেখিতেছি আমাদের সকল সুখ ; এই অনুসন্ধানে আমরা এত সুখ পাইতেছি যে যদি সত্যকে একবার হাতে ধরিতে পারিতাম; তাহা হইলে ইহাকে ছাড়িয়া দিতাম এবং পুনরায় অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতাম। মুনি ঋষিরা সত্যের অনুসন্ধানে সুখ পাইয়া থাকেন, আমি কি পতির অনুসন্ধানে সুখ পাইব না ? মুনি ঋষিরা সত্য প্রাপ্ত হইবার আশা অপেক্ষা সত্যানুসন্ধানেই অধিকতর সুখ পাইয়া থাকেন, আমিও কি স্বামী পাইবার আশা অপেক্ষা স্বামীর অনুসন্ধানেই অধিকতর সুখ পাইব না ? স্বামীকে খুঁজিয়া পাইবার আশা দেখিতেছি না, তবুও তাঁহার অনুসন্ধানই আমার জীবনের ব্রত করিলাম। এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে আমি লজ্জা ভয় করিব না।" এইরূপ চিন্তা করিয়া কিয়দ্দিবস পরে দময়ন্তী

লাজভয় পরিসর্জ্জন দিয়া মাকে বলিলেন "মা! সংসারের যত সুখ, পতি বিনা সমস্তই মিথ্যা; পতি-বিরহে নারীর জীবন ধারণ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং পতিকে বিসর্জ্জন দিয়া, পতি সুখে বঞ্চিত হইয়া, আমার বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা আমার মরণই শ্রেয়ঃ। অতএব যদি আমাকে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন অবিলম্বে জামাতার অন্বেষণে লোক প্রেরণ করুন।" এই কথা শুনিয়া রাজ্ঞী বাষ্পাকুলিত লোচনে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে স্বামীর নিকটে বলিলেন "নাথ! দময়ন্তী স্বামি-বিরহে এতই অধীরা হইয়াছে যে লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া মনের ভাব আমার নিকটে ব্যক্ত করিয়াছে। সুতরাং শীঘ্রই নলের অন্বেষণে লোক প্রেরণ করুন।" রাজ্ঞীর কথা শুনিয়া রাজা জামাতার অন্বেষণে কতিপয় ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিলেন। দময়ন্তীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ কালে দময়ন্তী ব্রাহ্মণদিগকে বলিয়া দিলেন যে আপনারা যে স্থানে অনুসন্ধান করিবেন সেই স্থানেই এই কথাগুলি বলিবেন "হে ধূর্ত্ত! তুমি বস্ত্রার্দ্ধ পরিহিতা স্বীয় প্রিয়তমা স্ত্রীকে নিদ্রিতাবস্থায় একাকিনী

পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছ। স্ত্রী-সংরক্ষণ ও স্ত্রী-প্রতিপালন স্বামীর পরম কর্ত্তব্য। তুমি স্বামি-ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় আত্ম গোপন করিয়া আছ। আর তোমার স্ত্রী "নাথ! কোথায় আছ, উত্তর দাও, নাথ! কোথায় আছ উত্তর দাও" বলিয়া অবিরত চীৎকার করিতেছে। স্ত্রী-প্রতিপালন স্বামীর পরম কর্ত্তব্য কার্য্য। আর তুমি পরম ধার্ম্মিক হইয়া সেই কর্ত্তব্য ভুলিয়া কেমন করিয়া ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ করিয়া আছ?" দময়ন্তী আরও বলিলেন, যে যদি কেহ এই সমস্ত কথা শুনিয়া আপনাদিগকে কোন কথা বলে তবে আসিয়া আমাকে জানাইবেন।

বহু ব্রাহ্মণ বহুদিকে নলের অনুসন্ধানে ছুটিল। কিন্তু বহু দিবসের ভিতর নলের সংবাদ পাওয়া গেল না। ইহাতে দময়ন্তীর শরীর কৃশ হইতে কৃশতর হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মাতার মুখ শুকাইয়া গেল। রাজা বিবিধ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহার ভাবিবার সময় অল্প। কিন্তু যখনই দময়ন্তী নেত্রপথে পতিত হইতেন, তখনই দময়ন্তীকে দেখিয়া তাঁহার প্রাণের ভিতর বাজিয়া

উঠিত, তাঁহার মনে এরূপ আঘাত লাগিত যে, তিনি আর তথায় দাঁড়াইতে পারিতেন না। তিনি দময়ন্তীর সহিত বড় একটা কথা কহিতেন না। দময়ন্তী ইহা বুঝিতে পারিয়া, বড় একটা পিতার নিকট আসিতেন না। রাজা পূর্ব্বাপেক্ষা রাজ-কার্য্যে অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন। বৃদ্ধ বয়সে অপরিমিত পরিশ্রমী হইয়া পড়িলেন। মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ একেবারেই বন্দ করিয়া দিলেন। অন্যান্য নবযৌবনসম্পন্না রাণীদিগের সহবাসে কথঞ্চিৎ দুঃখ ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। বার্দ্ধক্যসুলভ চপলতা বশতঃ তাঁহাদের নিকট মনের দুঃখ খুলিয়া বলিলেন। বলিলেন, "কন্যার বিবাহ দেওয়া সহজ; কিন্তু জামাই মেয়ের ভিতর সম্প্রীতি উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে গৃহস্থ করাই দুরূহ কার্য্য। আমি কেবল মাত্র কন্যার বিবাহ দিয়াছি। আমার জামাই রাজ্যচ্যুত। আমার কন্যা রাজ্যচ্যুত রাজার পরিত্যক্তা রাণী। আমার কন্যার, আমার বলিবার সুচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও নাই। আমার জীবদ্দশায় কন্যার একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু

আমি যদি আমার জামাতাকে পুনরায় কন্যার নিকট উপস্থিত করাইতে না পারি তাহা হইলে আমার সুখ মৃত্যুতে, আমার শান্তি যমালয়ে।”, রাজার কথা শুনিয়া রাণীরা প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজে নিজে ভাবিতেন, রাজা তাঁহারই। বিলাসসম্ভোগও তাঁহাদের ভাগ্যে অধিকতর পরিমাণে জুটিত। তাঁহারা যাহা করিতেন, রাজা তাহাই অনুমোদন করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের ক্ষমতার এবং আস্পর্দ্ধার সীমা ছিল না। তাঁহারা এত দিন রাজার উপর রাগ অভিমানাদি করিতেন, অতৃপ্ত যৌবনলালসার জন্য; এক্ষণ হইতে রাজপরিচর্য্যায় মনোনিবেশ করিলেন, ভবিষ্যতের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য। রাণীমহলে রাজার আদর বড়ই বাড়িয়া গেল। তিনি অধিক সময় রাণীমহলে কাটাইতে লাগিলেন। জামাতা, কন্যা ত্যাগ করিয়াছেন এ দুঃখের কথা বলিবার রাজার আর যায়গা ছিল না। তিনি যতই রাণীদের নিকট এই সম্বন্ধে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন রাণীরা ততই সেবাজালে রাজাকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন

রাজার দিন আর বড় বাকি নাই, অতএব ইহারই ভিতর নিজেদের ভবিষ্যত ভরণপোষণের পন্থা করিয়া লইতে হইবে। জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভজাত পুত্র, দময়ন্তীর ভ্রাতা দম রাজ্যের উত্তরাধিকারী। সুতরাং রাজার অন্তে তাঁহাদের ভাগ্যে যথেষ্ট কষ্ট আছে। এই ভাবিয়া তাঁহারা নলের উপর রাজার বীতরাগ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। সত্য মিথ্যা নলের নামে যথেষ্ট নিন্দারোপ করিলেন। কিন্তু পাছে রাজা কুপিত হয়েন এই ভয়ে সকলেই কন্যার অবস্থার জন্য দুঃখ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভিতরে বাহিরে আপনাদের ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা গোছাইতে লাগিলেন। রাজা দেখিলেন দময়ন্তীর দুঃখ বিমোচনের জন্য প্রকৃষ্ট চেষ্টাও হইতেছে না, অথচ সকলেই দময়ন্তীর জন্য দুঃখ করিতেছে, কিন্তু দুঃখ বিমোচন করিয়া কেহই দিতেছে না, তাই তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র দমকে আহ্বান করিলেন। রাজকুমার দম, তখন অপর দুই ভ্রাতার সহিত কাননে ঋষিভবনে শিক্ষার জন্য অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি পিতার স্ত্রীপরায়ণতার এবং ভগিনীর দুর্দশার কথা অবগত হইয়া

এতই মর্ম্মাহত হইলেন যে তাঁহার আর রাজধানীতে ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা হইল না। তিনি রাজ-বৃত্তি প্রত্যাহার করিলেন, দীনহীনের ন্যায় কাননে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে রাজ-ধানীতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা হইতে লাগিল। তাহাতে তিনি প্রকাশ করিলেন, যে আমার বৃদ্ধ পিতাকে লোকে আমার মুখের উপর স্ত্রৈণ বলিবে, এ গ্লানি আমার সহ্য হইবে না। এই কথা রাজার কর্ণগোচর হইলে, তিনি যার পর নাই লজ্জিত হইলেন, বহু দার পরিগ্রহের জন্য নিজকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন; কিন্তু পাছে দুর্ব্বলতা ব্যক্ত পায়, আত্মমর্য্যদা নাশ হয়, কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়, এই ভয়ে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর স্ফূর্ত্তির সহিত রাজকার্য্যে মনোনিবেশ এবং যৌবনপীড়িত রাণী-মনোরঞ্জনে সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজার এই ব্যবহারে দময়ন্তীর ভাগ্যে কষ্টের মাত্রা বৃদ্ধি পাইল। নলের অন্বে-ষণে রাজার আর ততটা আগ্রহ নাই দেখিয়া অপরাপর লোকেও আর ততটা আগ্রহ করিল না। মন্ত্রিগণ ভাবিলেন, রাণী-পুত্র-কন্যাদিগের বৃত্তি বন্দো-

বস্তে যেরূপ অজস্র অর্থব্যয়িত হইতেছে তাহাতে অচিরাই ভাণ্ডার শূন্য হইবে। ব্রাহ্মণগণ ভাবিলেন, রাণী-পুত্র-কন্যাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য আছে বলিয়া রাজা যেরূপ নৈতিক সাহসের উল্লেখ করিয়া রাণীসেবায় গা ঢালিয়া দিয়াছেন, দময়ন্তীর প্রতি কর্ত্তব্য বুঝি, সেইরূপ রাগ ও বিরাগ স্রোতে গা ঢালিয়া দেওয়া, তাই রাজা সে দিকে লক্ষ্য করিতেছেন না।

ফলে, নলের অন্বেষণকারী দূতগণ আশানুরূপ পুরস্কার পাইবে না মনে করায় নলের অন্বেষণ শিথিল হইয়া পড়িল। দময়ন্তী ও তাঁহার মাতা বৃদ্ধা মহিষী রাজার সেই স্নেহমমতা শূন্য ব্যবহারে অধিকতর মর্ম্মপীড়িত হইয়া দিন দিন একেবারেই কৃশ হইয়া পড়িলেন। দমের ব্যবহার ও তাঁহাদের নিকট রাজার ব্যবহারের ন্যায় মায়া মমতাহীন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ইহাতে তাঁহাদের আর দুঃখের অবধি রহিল না। তাঁহারা সময় সময় রাজাকে নলান্বেষণের বিষয় লইয়া বিরক্ত করিতে লাগিলেন। রাজা তাহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয়াদি একেবারেই

বন্দ করিয়া দিলেন এবং যুবতী রাণীদিগের নিকট আসিয়া তাঁহাদের দুর্ব্যবহার ও অযথা বিরক্তি করণের কথা বলিয়া নিজের যে যথেষ্ট নৈতিক সাহস আছে তাহার উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহাদের মনোরঞ্জনে সর্ব্ব দুঃখ ভুলিয়া যাইবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। এইরূপ রাণীমনোরঞ্জন কার্য্যে বহুদিন অতীত হইলে রাজা দেখিতে পাইলেন যে তিনি ভবিষ্যতের কোন পন্থা করিয়া যাইতেছেন না, দময়ন্তী না আসিলে তাঁহার বংশ রক্ষা পাইবে না, তাহার বংশ রক্ষা না পাইলে তাঁহার দ্বারা এই পৃথিবীর উন্নতি বিধান তাঁহার জীবনেই শেষ হইবে; এই পৃথিবীর তুলনায় মানুষ যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, এই পৃথিবীর জীবনীর তুলনায় মানবজীবন যতই অল্প স্থায়ী হউক না কেন, সকলেই এই পৃথিবীর আবর্ত্তনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই পৃথিবীর উন্নতি সাধনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে; এই প্রকাণ্ড উন্নতি সাধন একটী জীবনের পক্ষে অসাধ্য কার্য্য বলিয়া লোকে বংশ পরম্পরায় এই উন্নতি সাধন করিতেছে, এই জন্যই সকল লোকে ইচ্ছা করে, আমার বংশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হউক; এই জন্যই সকল লোকে বংশ

মর্য্যাদার গৌরব করিয়া থাকে। পৃথিবীর আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা নিজেদের বংশ পরম্পরার দ্বারা পৃথিবীর অধিকতর উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই এই পৃথিবীতে বংশ মর্য্যাদার অধিকারী; গুণহীন এবং সম্পদবিহীন, লোকেরও যদি বংশ মর্য্যাদা থাকে তবে সে ভদ্রলোকের সহিত মিশিতে এবং বেড়াইতে পারে; আমি এই বংশ মর্য্যাদার কথা ভুলিয়া গিয়াছি অথচ সর্ব্বত্র আমি আমার বংশ মর্য্যাদার গৌরব করিয়া থাকি। আমার তুল্য মূঢ় কে? আমি নিশ্চয়ই মহামূঢ়, তাই আমার কুলবর্দ্ধন পুত্রের অনাদর করিতেছি। আমি যদি বংশের গৌরব রক্ষা করিবার উপায় বিধান না করিতে পারি, তাহা হইলে আমার দ্বারা আমার বংশের কি উপকার সাধিত হইল? আমার জীবন ধারণেরই বা কি মূল্য? কেবল যদি আত্ম-সুখ আমার জীবন ধারণের উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে আমার জীবনের প্রারম্ভেই আমার মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল, তাহা হইলে সুখের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে এতগুলি দুঃখ ভোগ করিতে হইত না। হা ঈশ্বর! আমার ভ্রান্ত মনে বল দাও, আমি যেন আমার বংশের

গৌরব রক্ষা করিয়া যাইতে পারি ; আমার পিতামহ আমার পিতা যে অবস্থায় আমাদের কুল মর্য্যাদা আমার হস্তে প্রদান করিয়া গিয়াছেন, আমি যেন তাহার বৃদ্ধি করিতে পারি ; আমি যেন অন্ততঃ সেই অবস্থায় আমাদের বংশ মর্য্যাদা আমার পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতে পারি। আমরা দেখিতেছি কোন বংশ একবার উন্নতি লাভ করিতেছে, আবার পতন সহ্য করিতেছে, কোন বংশ বা একেবারেই নির্ম্মূল হইয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহা আমাদের স্থূল দৃষ্টি। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে আমরা দেখিতে পাইব কোন বংশ হইতে যে সকল শাখা প্রশাখা বাহির হইতেছে, তাহা পুনরায় শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পৃথিবীর আবর্ত্তনের সহিত বিবর্ত্তন করিতে করিতে কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটাইয়া পৃথিবীর কত উন্নতিই সাধন করিতেছে। বংশতরুতে বা তাহার শাখা প্রশাখায় কিম্বা তাহার ফলোৎপন্ন কোন বৃক্ষে বা তাহার শাখা প্রশাখায় কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইলে সেই বংশ, তাহার শাখা প্রশাখা, এবং বীজোৎপন্ন বৃক্ষ এবং তাহার শাখা প্রশাখা সকলেই ধন্য হয়।

এই জন্যই লোক সুতায় সুতায় গিরা বান্ধিয়া কোন মহাপুরুষের সহিত সম্পর্ক পাতাইতে চায়। লোকের এই বৃত্তি স্বাভাবিক। আমি কিন্তু অস্বাভাবিক কার্য্যে রত থাকিয়া এই বৃত্তি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমি ভ্রান্তচিত্ত, তাই নলের অনুসন্ধানে যত্নপর ছিলাম না। নল যেরূপ দুর্ম্মতিই হউন না কেন, তাঁহাকে যখন কন্যা সম্প্রদান করিয়াছি, তখন তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। নলকে দিয়া যদিও আমার বংশের গৌরব বৃদ্ধি না হউক, নলের সন্তান সন্ততির দ্বারা কোন না কোন দিন নিশ্চয়ই আমার বংশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইবেক।" এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা পুনরায় নলের অন্বেষণে লোক প্রেরণ করিলেন এবং দমকে গৃহে আসিতে স্বহস্তে চিঠি লিখিলেন।

রাজা দমকে চিঠিতে লিখিলেন, "বাবা! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; বাটী ফিরিয়া আইস!" দম চিঠির উত্তর দিলেন, "বাবা! বাটী কাহাকে বলেন? বাবা! আপনি কি আমাকে আর কিছু কালের জন্য বৃত্তি প্রদান করিবেন না? বাবা! জানিবেন আপনার বৃত্তির উপরই আমার ভবিষ্যৎ জীবনের

সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে। সুতরাং আমাকে আর এক বৎসরের জন্য বৃত্তি প্রদান করিবেন।” রাজা দমের মনোভাব অবগত হইতে পারিয়া যার-পর নাই মর্ম্মাহত হইলেন। কোথায় দম আসিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, আর কোথায় দম আর এক বৎসর পাঠ করিয়া সংসারত্যাগী হইবেন। তিনি এই দুঃখের কথা দময়ন্তীকে বলিলেন। দময়ন্তী দাদার ব্যবহারের কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। রাণীরা শুনিয়া বলিলেন, “মহারাজ! আমরাত প্রথম হইতেই দমকে কাননে মুনিদিগের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতে পাঠাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম। আমরাত আপনাকে কেবল অসৎ-পরামর্শই দিই। আচ্ছা আর এক বৎসর খরচ চালাইয়া দেখুন।” রাজা অগত্যা আর এক বৎসর বৃত্তি প্রদান করিয়া বৎসরান্তে দমকে গৃহে ফিরিয়া আসিবার জন্য লিখিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে দমকে একবার দেখিতে চাহিলেন। দম নিরুত্তর হইলেন, কিন্তু বাটী ফিরিলেন না। ইহাতে রাজার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল; স্বামীর অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধা মহিষী শয্যাগতা হইলেন। অপরাপর রাণীদের ভিতর

সার সার, পড়িয়া গেল। তাঁহাদের ব্যবহার দেখিয়া রাজা ভাবিতে লাগিলেন, "আমি যাহাদের জন্য খাটিতেছি, তাহাদের কতদূর কি করিয়া যাইতে পারিব? আমার ভাণ্ডার শূন্য হইলে আমার পুত্র শূন্য কোষ লইয়া কার্য্য করিতে পারিবে না; অথচ আমি যাহাদের জন্য খাটিতেছি, তাহাদের ব্যক্তিগত সুখোৎপাদন ব্যতীত আর কিছুই করিয়া যাইতে পারিব না। আমার প্রপিতামহ তাঁহার শূদ্রাণী রাণীর পুত্রকন্যাদের জন্য কত কি করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আজত তাহাদের সন্তান সন্ততি আমার বাটীতে নিকৃষ্ট খান্‌সামার কার্য্য করিতেছে। তাঁহার নাপ্‌তানী রাণীর গর্ভজাত সন্তান সন্ততির বংশধরগণ আজ আমারই বাড়ীতে নাপিতের কার্য্য করিতেছে। আমার পিতামহের বৈশ্যরাণীর গর্ভজাত সন্তান সন্ততিরা আজ মুদীর ব্যবসায় করিতেছে। আর আমার পিতার সন্তানগণ, পিতার জীবিতকালে, আমার সহিত এক সঙ্গে ভোজন, শয়ন, ভ্রমণ পরিধানাদি করিত, আজ তাহাদেরই বা কি অবস্থা, আর আমারই বা কি অবস্থা! সুতরাং আমি ব্যক্তিগত চেষ্টায় আর কি করিয়া যাইতে পারিব.

কেবলমাত্র ছেলের পথে কাটা দিয়া যাইব।” এই ভাবিয়া রাজা পূর্ব্ববৎ নলের অন্বেষণে যত্নপর হইলেন। নলের অন্বেষণ প্রচণ্ড উদ্যমের সহিত চলিতে লাগিল। পিতা চিরদিন বাঁচিবেন না, কিন্তু স্বামীই জীবনের চিরসহচর, দময়ন্তী এইরূপ মনে করিয়া স্বামী পুনঃপ্রাপ্তির আশায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত মনে কালযাপন করিতে লাগিলেন এবং পিতার শুশ্রূষা করিয়া কথঞ্চিত সুখভোগ করিতে লাগিলেন।

বহু অনুসন্ধানের পর প্রেরিত ব্রাহ্মণদিগের ভিতর পর্ণাদ নামে এক ব্রাহ্মণ বিদর্ভ নগরে প্রত্যাগমন করিল এবং দময়ন্তীর নিকট উপনীত হইয়া বলিল “রাজপুত্রি! বহু অনুসন্ধানের পর অযোধ্যা নগরীতে ঋতুপর্ণ রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া আপনার আদিষ্ট কথা বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া রাজমন্ত্রী এবং সভাসদগণের কেহই কোন উত্তর করিলেন না। পরে, আমি রাজার নিকট হইতে বিদায় হইয়া সভা হইতে বহির্গত হইতেছি, এমন সময় বাহুক নামে রাজসারথি আমাকে ডাকিয়া নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া বলিল, ‘মহাশয়!

কুলস্ত্রীরা বিপদ উপস্থিত হইলে সতীত্ব বলে নিজেই নিজকে রক্ষা করিয়া থাকেন, স্বামী বিচারবিমূঢ় হইয়া পরিত্যাগ করিলে তাহাতে কোপান্বিত হয়েন না। বিশেষ, এইরূপ স্থলে চরিত্র বলে বলীয়সী হইয়া জীবনধারণ করিয়া থাকেন। আপনি যে স্ত্রীলোকটীর কথা বলিতেছেন, তাঁহাকে বলিবেন, তিনি যেন স্বামীর প্রতি ক্রুদ্ধ না হন।' এই কথা বলিতে বলিতে বাহুকের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। আমিও কুতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহার বিষয় আরও বিশেষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। অনুসন্ধান করিতে করিতে জানিতে পারিলাম যে, বাহুক দ্রুত অশ্বচালনায় সিদ্ধহস্ত, সুরুচিকর ব্যঞ্জনাদি পাক করিতে বিশেষ পটু। আমি যখন বাহুকের সম্বন্ধে এইরূপ অনুসন্ধান করিতেছিলাম তখন বাহুক অন্যমনস্ক অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি যে রমণীর কথা বলিলেন তিনি এখন কোথায়?' ইহা শুনিয়া আমি উত্তর করিলাম, 'তিনি এক্ষণে পিত্রালয়ে।' বাহুক বলিল, 'তিনি পিত্রালয়ে বোধ হয় বেশ সুখে

আছেন। পিতৃকুলের পরিজনেরা তাঁহাকে স্বামী পরিত্যক্ত অবস্থায় পাইয়া বিশেষ আমোদে আছেন।'

"ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, 'তিনি পিত্রালয়ে স্বামী-পরিত্যক্ত অবস্থায় একরূপ জীবন্মৃতা হইয়া আছেন। পৌরজনেরা সকলেই হারাধন পাইয়া আমোদ প্রমোদে রত আছেন। তাঁহাদের অপর কাহারও যেন আর কিছু আকাঙ্ক্ষা করিবার নাই। কেবল তিনিই পতি-বিরহে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যাইতেছেন; আর তাঁহার মাতৃদেবী কন্যার অবস্থা দেখিয়া আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। বাহুক! পতি-বিরহের ক্লেশ পতি-বিরহিনী ব্যতীত আর কেহই বুঝিতে পারে না। মাতাও কন্যার পতি-বিরহের ক্লেশ উপলব্ধি করিতে পারেন না।'

"এই কথা শুনিয়া বাহুক বলিল, 'আপনি সেই স্ত্রীলোকটীকে বলিবেন তিনি যেন ভাবিয়া শরীর মাটী না করেন। অবস্থা বিশেষ সকলকেই সকল প্রকার সহ্য করিতে হয়। মনুষ্য পৃথিবীতে সহ্য করিতেই জন্ম গ্রহণ করে। সহ্য করাই লোকের ধর্ম্ম। সহ্য করিয়াই লোকে অক্ষয়-কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন এবং

করিতেছে। সৃষ্ট জীবমাত্রকেই সহ্য করিতে হয়। আমাকে সহ্য করিতে হয় না, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না, জন্ম হইলেই সহ্য করিতে হয় এবং সহ্য করিতে পারিলেই কাজ করা যায়। বিয়োগ-দুঃখের নিকট বিরহ-দুঃখত সামান্য, এই বিয়োগ-দুঃখ না সহ্য করিতে হইয়াছে এমন লোক পৃথিবীতে নাই। বিরহে মিলনের সম্ভাবনা থাকে, মিলনের আশা থাকে, সুতরাং বিরহ-দুঃখ দূর হইবারও আশা থাকে। কিন্তু বিয়োগে মিলনের সম্ভাবনা নাই, মিলনের আশাও নাই, তাই বিয়োগ দুঃখ অপনোদিত হইবারও আশা নাই। কিন্তু লোকে এই বিয়োগ-দুঃখ সহ্য করিয়া থাকে। সকলেই এই বিয়োগ-দুঃখ সহ্য করিয়াছে। পৃথিবীতে এরূপ লোক নাই যিনি বলিতে পারেন যে, আমাকে বিয়োগ-দুঃখ সহ্য করিতে হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি সকলে স্ব স্ব কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হইয়াছে? তাহা নহে। সকলেই সহ্য করিতেছে, সকলেই কার্য্য করিতেছে। মনুষ্য মাত্রই পৃথিবীতে সহ্য করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সহ্য করাই লোকের ধর্ম্ম। সহ্য দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। শীত, বায়ু,

তাপ, আঘাতাদি লোকে শারীরিক বল দ্বারা সহ্য করিয়া থাকে। শোক, দুঃখ, ভয়, বিরহাদি লোকে মানসিক শক্তির প্রভাবে সহ্য করিয়া থাকে। সহ্য করিবার সময় সকলেরই মনে আশা হয়, শীঘ্রই ক্লেশের শান্তি হইবে, শীঘ্রই সুখের আলয়ে উপনীত হওয়া যাইবে। লোকে এই আশায় মুগ্ধ হইয়া, ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে সহ্য করিবার ক্ষমতাকে দৃঢ়ীভূত করিয়া, সকল প্রকার অভাব, সকল প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন। সমাজবীর সমাজের অত্যাচার—যাহার তুলনা নাই, তাহাই সহ্য করিয়া থাকেন। ধর্ম্মবীর ভুল বিশ্বাসীদের হস্তে মৃত্যু যাতনা সহ্য করিয়া থাকে। ইঁহারা সকলেই এ সহ্যের ভিতর সুখ পাইয়া থাকেন। সকলেই মনে করেন তাঁহাদের এই সহ্য হইতে সুফল প্রসূত হইবে। এই সুফলের আশায়ই তাঁহারা সকলেই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করেন। সেই স্ত্রীলোকটীকেও ভবিষ্যতের আশায় মুগ্ধ হইয়া বর্ত্তমানে সহ্য করিয়া শান্তির আশায় শাস্তি-ভোগ করিয়া কাল কাটাইতে বলিবেন। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই তাঁহার মঙ্গল হইবে। তাঁহাকে আরও

বলিবেন যে, জীব মাত্রেরই পৃথিবীতে পরস্পরের পরস্পরের প্রতি কতকগুলি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার আছে। ঈশ্বর প্রাণিমাত্রকেই পরস্পরের পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের স্বামি-সেবা প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু স্বামী ব্যতিত সংসারে আরও অনেক লোক আছেন, ইঁহাদের প্রতিও স্ত্রীলোকদিগের অনেকগুলি কর্ত্তব্য আছে। পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, পুত্র কন্যা প্রভৃতি সকলেরই প্রতি স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য করিবার আছে। পতি-বিরহে তিনি যেন সেই সকল ভুলিয়া না যান। এই সকলগুলি সম্পাদিত না হইলে তাঁহার জীবনের কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিবে। একে পতি-সেবা করিতে পারিতেছেন না বলিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য-সম্পাদন অসম্পূর্ণ থাকিতেছে; ইহার উপর যদি, পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, পুত্র কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন না করেন তাহা হইলে তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন আরও অসম্পূর্ণ হইয়া পড়িবে। পতি-বিরহ-চিন্তায় যেন এই সকল কর্ত্তব্য অবহেলা না করেন।

তাঁহাকে এই কথাটী বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইয়া দিবেন এবং বলিবেন 'আপনি একটী কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে না পারিয়া অপর সমুদয় কর্ত্তব্য কেন অবহেলা করিতেছেন? কর্ত্তব্য সম্পাদনই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। যেটী স্ত্রী জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য আপনি সেইটীই সম্পন্ন করিতে পারিতেছেন না। সুতরাং, আপনি অপরগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া প্রধান কর্ত্তব্য অসম্পাদন জনিত অসম্পূর্ণতার যাঁহাতে ক্ষতিবিধান হয় তাহার মত বিধান করুন।' তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিবেন 'আমি অমুক কর্ত্তব্যটী করিতে পারিলাম না, সুতরাং অপরগুলিতে আমার আবশ্যক কি' এই ভাব যেন কখনও তাঁহার মনে স্থান না পায়। আমি অমুক কর্ত্তব্যটী করিতে পারিলাম না, অতএব এটী এরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিব যে আমার অসম্পূর্ণতা বৃদ্ধি না পাইয়া বরং বিদূরিত হয়' ইহাই যেন তাঁহার জীবনের সঙ্গীত হয়। যখন যে অবস্থায় পতিত হইতে হয় তখন সেই অবস্থার কর্ত্তব্যগুলি কায়মনোবাক্যে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হয়। সমুদয় কর্ত্তব্য সম্পাদনের একমাত্র উদ্দেশ্য, সংসারের উন্নতি

সাধন। বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হইলে, বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন পথের পথিক হইয়া, বিভিন্ন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া সেই উদ্দেশ্য সংসাধিত করিতে হয়। তাঁহাকে বর্ত্তমান অবস্থায় পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, পুত্র কন্যাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া সংসারের উন্নতি সংসাধনের চেষ্টা দেখিতে হইবে। স্বামী নিকটে থাকিলে তাঁহাকে স্বামি-সেবা-রূপ কর্ত্তব্য সম্পান্ন করিতে হইত। কিন্তু এই কর্ত্তব্যটী পালন করা গেল না, অতএব অপরগুলিতে আমার মন লাগিতেছে না, এই কথা যাহারা ভাবে ও বলে তাহারা কখনও কোন কার্য্য করিতে পারে না। যখনই কোন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে তখনই তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সম্পন্ন করিতে হইবে। কখনই যেন আমরা কোন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে বিস্মৃত বা পশ্চাৎপদ না হই। কর্ত্তব্য যত ক্ষুদ্র হউক না কেন, যখনই উহা উপস্থিত হইবে, তখনই উহা সম্পন্ন করিতে হইবে, তখনই কায়মনোবাক্যে উহা সম্পন্ন করিবার উপায় দেখিতে হইবে, তখনই অন্য প্রকার সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, কেবল

মাত্র সেই কর্ত্তব্যের চিন্তায় মাতিয়া, ধর্ম জন প্রাণ পণ করিয়া, তাহা সম্পাদন করিতে হইবে। স্বর্গা-রোহণ কর্ত্তব্যসাধন্য সাপেক্ষ। কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াই কেবল মাত্র স্বর্গে আরোহণ করা যায়। স্বর্গ পৃথিবীর সহিত যে সিঁড়ির দ্বারা সংযুক্ত সেই সিঁড়ির প্রত্যেক সোপান একটী একটী কর্ত্তব্য নির্ম্মিত। সেই কর্ত্তব্যাবলীর প্রত্যেকটী সম্পন্ন করিয়া একটী একটী করিয়া সোপান আরোহণ করিয়া স্বর্গে উর্দ্ধস্থিত হওয়া যায়। সেই সকল কর্ত্তব্য অবস্থা সম্ভূত হইলেও, সেই সকল কর্ত্তব্যের একই উদ্দেশ্য হইলেও, তাহাদের সংখ্যা অত্যধিক। সেই সকল কর্ত্তব্য একটী জীবনের পক্ষে সংসাধন করা সম্ভবপর হইলেও, তাহা একটি জীবনে সম্পন্ন করিয়া উঠা কষ্টকর। আলস্য, হিংসা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, নিন্দাবাদ, অনাবশ্যক চিন্তা, দুশ্চিন্তা, অনাবশ্যক বিষয় লইয়া আমোদ প্রমোদে রত হওয়া, বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালনা না করা, অজ্ঞান ও স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হওয়া, অন্যের সুখের দিকে না লক্ষ্য রাখিয়া নিজের সুখ অন্বেষণ করা প্রভৃতি সেই সকল কর্ত্তব্য সম্পাদনের

প্রত্যবায়।। কর্ত্তব্যের সংখ্যা অত্যধিক, কর্ত্তব্য সম্পাদনের বিঘ্নকারী রিপু সমূহ ও বড় অল্প নহে। এ অবস্থায় আমাদের এক মুহূর্ত্তও কর্ত্তব্য সম্পাদনে বিরত থাকা উচিত নহে। আমরা যদি কর্ত্তব্য সম্পাদন না করিয়া একটী মুহূর্ত্তও আলস্যে অতিবাহিত করি, তাহা হইলে আমরা কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া সেই অসংখ্য সোপানাবলীর সমুদয়গুলি আরোহণ করিতে পারিব কি না সন্দেহের বিষয়। আমাদের জীবন একে ক্ষণস্থায়ী, তাহাতে সোপান সংখ্যা অসংখ্য। এই জীবনের একটী মুহূর্ত্তও আলস্যে অতিবাহিত হইতে দিলে, একটী মুহূর্ত্তও সেই সোপনাবলী আরোহণে বিরত থাকিলে, আমরা সমুদয় সোপান আরোহণ করিতে পারিব না এবং আমাদের ভাগ্যে আর স্বর্গদর্শনও ঘটিবে না। তাই সেই স্ত্রীলোকটীকে বলিবেন তিনি যেন একটী মুহূর্ত্তও দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত না করেন, একটী মুহূর্ত্তও যেন অবস্থানুযায়ী কর্ত্তব্যসম্পাদনে বিরত না থাকেন। অবস্থানুযায়ী কর্ত্তব্যগুলি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইলে, তাঁহার সকল দুঃখের অবসান হইবে। তিনি তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থার কর্ত্তব্য

সম্পাদন করুন, তাহা হইলে তাঁহার মঙ্গল হইবে। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তের অভ্যুদয় হইতেছে। কর্ত্তব্যের পর কর্ত্তব্যের অভ্যুদয় হইতেছে; সেই স্ত্রীলোকটীরও কর্ত্তব্যের পর কর্ত্তব্য আসিবে, কর্ত্তব্যগুলি একের পর একে আপনারাই আসিয়া সমুপস্থিত হইবে, তাঁহাকে তজ্জন্য অপেক্ষা করিতেও হইবে না, কিম্বা ভাবিতেও হইবে না। তিনি যেন বর্ত্তমান কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যের জন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকেন, যেন আসিলেই সম্পন্ন করিতে পারেন, আসিলেই বিদায় করিতে পারেন। এইরূপ প্রতিমুহূর্ত্তে সেই মুহূর্ত্তের কর্ত্তব্যসম্পাদন, তিনি যেন জীবনের ব্রত করেন, প্রতিমুহূর্ত্তে সেই মুহূর্ত্তের কর্ত্তব্যচিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কোন কষ্টেই পতিত হইতে হইবে না। এই কথাগুলি সেই স্ত্রীলোকটীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিবেন এবং বলিবেন, তিনি যেন বিরহচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থার কর্ত্তব্য চিন্তায় অনুপ্রাণিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থার কর্ত্তব্যগুলি সুচারুরূপে সম্পাদন করেন।”

দময়ন্তী পর্ণাদ প্রমুখাৎ বাহুক সংক্রান্ত এই

সকল কথা শুনিয়া শোকে অধিকতর অধীর হইয়া পড়িলেন। পর্ণাদকে তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন এবং স্বামী প্রাপ্ত হইলে পর্ণাদকে আরও পুরস্কার প্রদান করিবেন এরূপ আশ্বাসও প্রদান করিলেন। পরে দময়ন্তী নিজের শয়নকক্ষস্থ পালঙ্কোপরি উপবিষ্ট হইয়া বাহুকোক্ত কথাগুলি লইয়া মনের ভিতর আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কে যেন তাঁহাকে চুপে চুপে কাণে কাণে বলিয়া দিল, এই বাহুকই নল। একাধারে নলের বিশেষ বিশেষ গুণগুলি আছে মনে করিয়া তিনি ঠিক করিলেন এই বাহুকই নিশ্চয় নল। আবার ভাবিলেন এই বাহুকত আত্ম-পরিচয় কিছুই প্রদান করেন নাই। সুতরাং তাঁহাকেই বা নল বলিয়া কিরূপে ঠিক করি? বাহুক নল হইলে তিনি কি একবার আমার পিত্রালয়ে আমার সংবাদ লইতেন না? হৃতবিভব হইয়া আমার পিত্রালয়েই না আসিতেন—কিন্তু আমার অবস্থার বিষয় কি একবার জানিতে চাহিতেন না? বাহুক নল হইলেই বা অবস্থার কথা জানিতে চাহিবেন কেন? তিনি যে আমার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

আমার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট না হইলে তিনি নিশ্চয়ই আমার সংবাদ লইতেন। তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই এক্ষণে সুখে আছেন। আমি তাঁহাকে পাইলে এবং তাঁহার সেবা করিতে পারিলে সুখী হই, আর তিনি আমাকে ঘৃণা করিয়া এবং আমার নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিয়া সুখী হয়েন। আমরা যাহাতে সুখ, তাঁহার তাহাতে অসুখ। হায়! আমি পাপী, তাই আমার সুখ আমার স্বামীর সুখের বিরোধী হইয়াছে। আমি ঘৃণিত প্রাণী, তাই আমি আমার স্বামীর সুখের ব্যাঘাত জন্মাইয়া নিজেকে সুখী করিতে চাহিতেছি। ইহাতে কি আমার সুখ হইবে? আমার স্বামীকে অসুখী দেখিলে কি আমি সুখী হইব? আমিত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। সুখ! তুমি কি, কোথায় আছ, কি করিয়া তোমাকে পাওয়া যায় আমাকে বলিয়া দাও! তুমি রাজার প্রাসাদে অবস্থিত আছ, দরিদ্রের কুটীরেও পরিলক্ষিত হইতেছ; আবার সময় সময় এই দুইএর কোথায়ও থাক না। শকট-চালক মহাসুখে রৌদ্রের ভিতর চলন্ত

শকটোপরি নিদ্রা যাইতেছে; রাজা প্রাসাদের ভিতর সুকোমল পালকময় পালঙ্কোপরি শয়ন করিয়া মহাসাধ্য সাধনা করিয়াও নিদ্রাদেবীর সাক্ষাৎ পাইতেছেন না এবং তাঁহার অদর্শন নিবন্ধন নিজেকে অসুখী মনে করিতেছেন। কর্ম্মোপলক্ষে বিদেশঃগত স্বামীর মঙ্গলার্থ দেবার্চ্চনা করিয়া কোন স্ত্রী পতি-বিরহের কথা ভুলিয়া যাইয়া সখিদিগের সহিত হাস্যরসাদিতে সময়ক্ষেপণ করিতেছেন, আবার কোন স্ত্রী বিদেশগত স্বামীর বিরহে এরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন, যে তাঁহার আর কোন কাজে ঈপ্সা দেখা যাইতেছে না। কোন সমাজ-সংস্কারক, সমাজের অত্যাচার সহ্য করিয়া নিজেকে ধন্যবাদ মনে করিতেছেন; আবার অত্যাচারী, অত্যাচারে কৃতকার্য্য হইয়াও নিশ্চিন্ত ও সুখী হইতেছে না। কোন ধর্ম্মবীর স্বীয় ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিবার বিনিময়ে ঘাতক হস্তে মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন, আবার ঘাতক তাঁহাকে বধ করিয়াও সুখী হইতে পারিতেছে না। সুখ! তোমার বিচিত্র অবস্থিতি, ইহা বুঝা দুষ্কর। তুমি কোন লোক বিশেষের, সম্প্রদায় বিশেষের বা জাতি বিশেষের সম্পত্তি নও। তুমি কোন স্থান

বিশেষেও আবদ্ধ নও। তুমি সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছ, সকল লোকের ভিতরই আছ, এক্ষণে যে তোমার উপযুক্ত উপাসনা করিয়া তোমর প্রসাদ লাভ করিতে পারে সেইই সুখী। তোমাকে কেহই নিজস্ব বা আমাদের দেশজাত বলিয়া গৌরব করিতে পারে না। অথচ সকলেই তোমাকে খুঁজিতেছে, তোমার আশ্রায়, আশায় ঘুরিতেছে। সুখ! তুমি কোথায় অবস্থিত আছ—বাহিরে না ভিতরে? তুমি যদি বাহিরে কোন স্থানবিশেষে অবস্থিত থাকিতে, তাহা হইলে আমরা তথায় গমন করিয়া আমাদের সকল যন্ত্রনা এড়াইতাম। রাজা প্রাসাদে থাকিয়াও সময় সময় দুঃখভোগ করেন, ধনী অট্টালিকায় বাস করিয়াও সময় সময় দুঃখভোগ করেন, পণ্ডিত বিদ্যামন্দিরে বাস করিয়াও সময় সময় দুঃখভোগ করেন, দরিদ্রেরত দুঃখের অবধি নাই। ইহা দেখিয়া কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন, 'পৃথিবী দুঃখময়, সংসার অন্ধকারময়, মানব জীবন প্রেহেলিকাময়, আমাদের জীবনে সুখের ভাগ অপেক্ষা দুঃখের ভাগ অধিক, সুতরাং মৃত্যুতেই আমাদের সুখ।' যিনি এই মতের প্রবর্ত্তক,

তিনি মূর্খ। তাঁহার মত সপ্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার মতানুসারে তাঁহকেই সর্ব্ব প্রথমে আত্মহত্যা করিয়া দেখান উচিত ছিল যে, তিনি এই দুঃখপূর্ণ দেহভার স্বতঃ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গসুখ লাভার্থে গমন করিতেছেন। তাঁহার মত পৃথিবিতে প্রচলিত হইলে সকল লোকই আত্মহত্যা করিয়া দুঃখপূর্ণ পার্থিব জীবনের অবসান করিত; তাহা হইলেই সংসার, সমাজ, রাজ্য, দেশ সকলই উৎসন্ন যাইত; কিন্তু যাহার জীবনে একটুও আশা আছে, সে কখনও আত্ম-হত্যা করিতে চাহে না। আশাবিহীন লোকই আত্ম-হত্যা করিতে চাহে এবং করিয়া থাকে। সুতরাং সুখ! তুমি মৃত্যুতে অবস্থিত নও, তুমি আশাতেই অবস্থিত আছ। সুখ! তুমি কি কোন দ্রব্য বিশেষে অবস্থিত আছ? রাজা সকল সম্পদের অধিকারী হইয়াও সময় সময় নিজেকে দুঃখিত মনে করিতেছেন, অথচ দরিদ্র, কোন সম্পদের অধিকারী না হইয়াও সময় সময় নিজেকে সুখী মনে করিতেছে। তবে সুখ! তুমি কোথায় অবস্থিত আছ? তুমি বাহিরে অবস্থিত নও—তুমি ভিতরেই

অবস্থিত আছ। তুমি লোকের সম্পদে অবস্থিত নও—তুমি লোকের মনের ভিতরই অবস্থিত আছ। সুখ! তুমি মনের ভিতর কোথায়, কোন বৃত্তিতে অবস্থিত আছ? আমরা যখন দেখিতে পাই যে আমাদের ইচ্ছা পরিতৃপ্তি হইলে, আমাদের মনে সুখ হয় তখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি সুখ, তুমি ইচ্ছার পরিতৃপ্তিতেই অবস্থিত আছ। কখন আমাদের মনে ইচ্ছাবৃত্তির উদ্রেক হয়? যখন আমরা কোন জিনিষের অভাব বোধ করি তখন আমাদের মনে ইচ্ছা বৃত্তির উদ্রেক হয়, সেই জিনিষটী পাইতে ইচ্ছা করে, সেই জিনিষটী পাইবার জন্য যথোপযুক্ত পরিশ্রম করিবার ইচ্ছা হয়, পরিশ্রম করিয়া সেই জিনিষটী পাওয়া গেলে সুখ হয়, নতুবা সুখ হয় না। সুতরাং আমারা যে জিনিষটী পাইতে ইচ্ছা করি, সেই জিনিষটী আমাদের চেষ্টায়ত্ত হওয়া চাই; নতুবা আমরা মনে মনে বৃথা ইচ্ছা পোষণ করিয়া, মনে মনে বৃথা অভাব-কল্পনা করিয়া, অভাব-পূরণের জন্য নিষ্ফল পরিশ্রম করিয়া আমরা কেবল দুঃখকেই আহ্বান করিয়া থাকি। সুতরাং সুখ পাইতে গেলে মনে মনে এরূপ ইচ্ছা করা চাই, এরূপ জিনিষের

অভাব বোধ করা চাই, যাহা আমাদের শ্রম-সাধ্য, যাহা আমাদের আয়াস-সাধ্য। সুখ! তুমি ইচ্ছার পরিতৃপ্তিতেই অবস্থিত আছ, অতএব আমি যদি তোমাকে পাইতে চাই তাহা হইলে আমার মনে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করা চাই যাহা আমি পূর্ণ করিতে সক্ষম। যে ইচ্ছা আমি পূর্ণ করিতে সক্ষম নহি, তাহা যতই মহৎ হউক না কেন তাহা অতৃপ্ত থাকিলে আমি কখনই সুখী হইব না। বিশেষ, ইচ্ছার নিজের একটী দোষ আছে। ইহার সীমা নাই। ইহার একবার পরিতৃপ্তি হইলে ইহার যে সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয় তাহা নহে, মনে সদাই নূতন নূতন ইচ্ছার অভ্যুদয় হয়। ইহার সংখ্যা নাই, ইহার সীমা নাই। একটী জীবনে কতগুলি ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করা যায়? একটী জীবনে অসংখ্য ইচ্ছার অভ্যুদয় হয়, অথচ অল্প সংখ্যক ইচ্ছার পরিতৃপ্তি ঘটে বলিয়া আমাদের জীবন আমাদের নিকট দুঃখময় বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং অভাবের সংখ্যা হ্রাস করা, স্বল্প জিনিষের অভাব বোধ করা, ইচ্ছার সংখ্যা হ্রাস করা, ইচ্ছাকে সংযত করা—ইহারা সুখের অনেক পরিমাণে মূল। বিশেষ, পৃথিবীতে

সকলেই স্ব স্ব ইচ্ছার পরিতৃপ্তির জন্য চেষ্টিত, সকলেই স্ব স্ব অভাব পরিপূরণের জন্য ব্যস্ত। পৃথিবীতে আমি একা প্রাণী নহি। পৃথিবীতে অসংখ্য লোকের আবাস। সকলেই স্ব স্ব ইচ্ছা ও অভাব লইয়া ব্যস্ত, সকলেই স্ব স্ব ইচ্ছা ও অভাব পরিপূরণে চেষ্টাবান। একের ইচ্ছা এবং অন্যের অভাবের সহিত পরস্পর বিরোধী হইলে, বাদ উপস্থিত হয়; বাদ হইতে বিবাদের উৎপত্তি; বিবাদ হইতে শান্তির বিনাশ, শান্তির বিনাশ হইতে অসুখের উৎপত্তি। সুতরাং ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেই যে সুখ হয়, অভাব পরিপূরণ করিতে পারিলেই যে সুখ পাওয়া যায়, তাহা নহে। সেই ইচ্ছা ও সেই অভাব, অন্যের ইচ্ছা ও অন্যের অভাবের সহিত, অন্যের স্বার্থ ও অন্যের সুখের সহিত যেন পরস্পর বিরোধী না হয়। আমার ইচ্ছা নলকে পাওয়া, নলের সেবা করা; নলের ইচ্ছা আমার নিকট হইতে দূরে থাকা এবং অন্যের পরিচর্য্যায় তুষ্ট হওয়া। সুতরাং আমাদের ইচ্ছা পরস্পর বিরোধী। এ অবস্থায় আমি কি প্রকারে সুখী হইতে পারিব? আমি কি আমার স্বামীকে অসুখী

করিয়া সুখী হইব? ছি, আমার স্বামীকে অসুখী করিয়া আমি সুখী হইতে চাহি না, আমি স্বামীর উন্নতির পথের কণ্টক হইয়া এক মুহূর্ত্তের তরেও সুখী হইতে চাহি না, তাঁহার যাহাতে সুখ হয়; তাহাতেই আমার সুখ। হে আমার ইচ্ছা! তুমি নলের সুখই ইচ্ছা কর, তুমি নলের সুখ দেখিয়াই নিজেকে পরিতৃপ্তি কর। হে আমার মন! তুমি নলের সুখ চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা পরিত্যাগ কর, তুমি নলের সুখের অভাব ব্যতীত অন্য অভাব ভুলিয়া যাও, তুমি নলের সুখের অভাব পূরণের ইচ্ছা ব্যতীত অন্য অভাব পূরণের ইচ্ছা করিও না। হে নলের সুখ? তুমি আমকে বলিয়া দাও আমি নলকে এখানে আনিব কি না? তিনি আমার পিত্রালয়ে হতবিভব হইয়া আসিতে গ্লানি মনে করেন, আর পৃথিবীর অন্যান্য সর্ব্বত্র হতবিভব হইয়া ভ্রমণ এবং হত-বিভব বলিয়া পরিচিত হইতে তাঁহার গ্লানি নাই। হে আমার নলের সুখ! তুমি কি আমাকে বল, যেখানে আমার নল আগমন করিতে গ্লানি বোধ করেন, আমি তাঁহাকে তথায় আনায়ন করি? আমার নলের

কি তাহাতে সুখের ব্যাঘাত ঘটিবে না ?" আমার নল সংসার ভুলিয়া একাকী কার্য্য করিতেছেন। সংসারে লোকে স্ত্রীপুরুষে একত্র কার্য্য করিবে, নতুবা সংসার রহিবে না। আমার নল কিন্তু একাকী কার্য্য করিতেছেন। আমি তাঁহাকে আনয়ন করিয়া সংসারের নিয়মানুসারে তাঁহার দ্বারা কার্য্য করিবার পন্থা কি দেখিব না ! আমার কার্য্য আপাততঃ নলের ইচ্ছার ও সুখের প্রতিকূল বলিয়া বোধ হইলেও আমার কর্ত্তব্য আমার নল যাহাতে সংসারের নিয়ম অনুসারে কার্য্য করেন তাহার বিধান দেখা। আমরা, যত অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়ি না কেন, আমাদের উচিত যাহাতে সংসারের নিয়ম অনুসারে, সংসারের উন্নতি করিতে পারি তাহার বিধান করা। আমার মনের বাসনা যদি পূর্ণ নাও হয়, তাহা হলেও আমার এ আশা করা উচিত যাহাতে সংসারের নিয়ম অনুসারে সংসারের উন্নতি করিতে পারি। অভাব না থাকিলে ইচ্ছা হয় না, অথচ অভাব বোধ না করিলে জগতে কোন কার্য্য হইতে পারে না।" অভাব বোধই আবিষ্কিয়ার প্রসূতি। অভাববোধই পৃথিবির

উন্নতির মূর্ত্তি। আমি সংসারের নিয়মানুসারে উন্নতি করিতে পারিতেছি না ইহাই আমার অভাব। এই অভাব পরিপূরণ কি আমার মত ক্ষুদ্রজীবের আয়ত্ত্বাধীন? তাহা নিশ্চয়ই নহে। তাহা হইলেও আমি যেন সংসারের নিয়মানুসারে সংসারের উন্নতি করিতে পারি—যত টুকু পারি ততটুকু করি—ইহাই যেন আমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়। হে আমার সুখ! তুমি যেন আমার সংসারের উন্নতি বিধানের চেষ্টাতেই অবস্থিত থাক। হে আমার সুখ! আমি যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া সংসারের উন্নতি সাধনার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়া চিরকাল পরিশ্রম করিয়া যাইতে পারি, আর সেই উন্নতিকেই যেন জীবনের ধ্রুবতারা জ্ঞান করিয়া সতত সেই দিকেই যেন জীবন-তরি বাহিয়া যাই, আর সুখ তুমি যেন সেই পরিশ্রম, সেই পরিচালনার ভিতরই অবস্থিত থাক। আমি স্ত্রীলোক আমি কিরূপে সেই সুখ অনুসরণ করিব? জগদীশ্বর আমাকে স্ত্রীলোক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাকে স্বামী দিয়াছেন, আমাকে পতিভক্তি শিখাইয়াছেন, আমাকে পতির আনুগত্য স্বীকার করিতে বলিয়া

দিয়াছেন, আমাকে পতিতেই আত্ম-বিস্মৃত হইতে বলিয়া দিয়াছেন, সুতরাং স্বামীকে দিয়া কার্য্য করাই-য়াই আমাকে এই সংসারের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। যাহারা স্বামীর সুখ হইতে নিজেদের সুখ বিভিন্ন মনে করে এবং তাই বলিয়া স্বামীর সুখ উপেক্ষা করে তাহারা নিকৃষ্ট প্রাণী। আমি সেই নিকৃষ্ট প্রাণীদের স্থায় কখনই আচরণ করিব না। আমি, নিজের সুখ স্বতন্ত্র, এইভাব কখনও মনে স্থান দিব না। আমি স্বামীর সুখকেই নিজের সুখ মনে করিয়া, এই সংসারে সুখ সংসাধন করিতে প্রয়াস পাইব। অতএব হে নল! তুমি বৃথা অভিমান পরিত্যাগ করিয়া এখানে আইস। তুমি দরিদ্র হইয়া সর্ব্বত্রে মুখ দেখাইতে পারিতেছ, আমার পিত্রালয় কি অপরাধ করিয়াছে যে এখানে তুমি মুখ দেখাইতে পারিতেছ না? তুমি বৃথা অভিমান পরিত্যাগ কর, তুমি এখানে আইস। আমি পতি-ভক্তি শিক্ষা করিতেছি, তুমি আইস; দেখ আমি কেমন পতি-ভক্তি দেখাইতে পারি। তুমি একবার আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছ, আমারে পতি-ভক্তির ত্রুটিতেই আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছ; সুতরাং

আমি পতি-ভক্তি বিদ্যায় উন্নতি লাভ না করিয়া কি তোমাকে আহ্বান করিতে সাহসী হইতেছি? স্ত্রী লোকের কর্ত্তব্য পতি-ভক্তি শিক্ষা করা, আমি সেই বিদ্যায় পারদর্শিনী হইতে পারিয়াছিলাম না বলিয়াই আমি তোমার মনোরঞ্জনে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলাম। আমি এইক্ষণ হইতে সেই বিদ্যায় পারদর্শিনী হইতেছি সুতরাং এইক্ষণ হইতে তোমার কোন অভাব বোধ করিতে হইবে না। তুমি আইস, বিলম্ব করিও না। হে আমার জীবন তোষণ নয়নের, মণি গৃহ দেবতা! তুমি আইস—দেখ, আমি কিরূপ পতি-ভক্তি শিখিয়াছি। হে আমার জীবন সর্ব্বস্ব! তুমি আইস, দেখ, আমি প্রেম বিদ্যায় কিরূপ পণ্ডিত হইয়াছি। হে কোকিল! তুমি আমার নিকট হইতে প্রেম-সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া আমারই নিকট গান করিতেছ; তুমি আমার নলের নিকট যাও এবং তাঁহাকে সঙ্গীত শুনাও এবং তাঁহাকে বল যে আপনার দময়ন্তীর নিকট হইতেই আমি এই প্রেম-সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছি। হে বুলবুল! তুমি আমার নিকট হইতে প্রেম শিক্ষা করিয়াছ, গোলাপের কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, তাহাকে প্রেমের

কথা বলিতেছ, কত আদর করিতেছ, এক দণ্ডের তরেও ত্যাগ করিয়া যাইতেছ না; তুমি আমার নলের নিকট গমন কর এবং তাঁহাকে বল যে আপনার দময়ন্তীর নিকট আমার এই প্রেম-শিক্ষা। হে পতঙ্গ! তুমি আমার নিকট হইতে আত্ম-ত্যাগ শিক্ষা করিয়াছ; তুমি আলোক-প্রেমের স্নিগ্ধ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আত্মসমর্পণ করিতেছ; তুমি যাও, আমার নলকে বল যে আমার এই আত্ম-ত্যাগ শিক্ষা আপনারই দময়ন্তীর নিকট। হে নদি! তুমি আমার নিকট হইতে মিলন শিক্ষা করিয়াছ; তুমি স্বামী-সমুদ্রের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া দৌড়া দৌড়ি গমন করিয়া লজ্জায় তাহার বক্ষঃস্থলে মুখ লুকাইয়া সসম্ভ্রমে আস্তে আস্তে অতি শীঘ্রই তাহার বক্ষঃস্থলে মিশিয়া যাইতেছ; তোমার চিহ্নও পাওয়া যাইতেছে না; তুমি যাও, আমার নলকে বল যে আমার এই মিলন-শিক্ষা আপনারই দময়ন্তীর নিকট। হে বরফ! তুমি আমার নিকট হইতে দ্রবণতা শিক্ষা করিয়াছ; তুমি পাহাড়ের ন্যায় শক্ত; কিন্তু তুমি প্রেম-তাপ লাগিলেই গলিয়া যাও। তুমি এত শক্ত হইয়াও যখন আমার নিকট হইতে

প্রেম-তাপে গলিয়া যাওয়া শিক্ষা করিয়াছ তখন তুমি শীঘ্র আমার নলের নিকট গমন কর এবং তাঁহাকে বল যে আমি আপনার দময়ন্তীর নিকট হইতেই প্রেম-তাপে গলিয়া যাওয়া শিক্ষা করিয়াছি। হে ধ্রুবতারা! তুমি আমার নিকট হইতে অটলতা শিক্ষা করিয়াছ, তাই স্থিরভাবে অটল দৃষ্টিতে পৃথিবী পানে তাকাইয়া আছ; আর পৃথিবী তোমার অটলতা দেখিয়া স্বামী-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া রজনীর গাঢ় অন্ধকারে অল্প অল্প হাসিতেছে, অন্ধকারের ভিতর হইতে নিজের উৎফুল্ল মুখখানি সকলকেই দেখাইতেছে, তুমিও তাহা দূর হইতে দর্শন করিয়া হাসিতেছ; তুমি যাও, আমার নলকে বল, আমি আপনার দময়ন্তীর নিকট হইতেই এই অটলতা শিক্ষা করিয়াছি। হে আকাশ! তুমি আমার নিকট প্রেমাশ্রুপাত শিক্ষা করিয়াছ। প্রিয়জনের দুঃখ দেখিয়া ক্রন্দন করিতে আমার নিকট হইতেই শিক্ষা করিয়াছ, না কান্দিলে ভালবাসা পাওয়া যায় না তাহাও আমার নিকট শিক্ষা করিয়াছ। তাই নিদাঘ তপ্ত পৃথিবীর দুঃখ দেখিলে তুমি দুঃখরূপী কালমেঘে মুখখানি অন্ধকারময় করিয়া থাক

এবং পৃথিবীর দুঃখ ভাগ বৃদ্ধি পাইলে তোমার প্রিয় জন দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেল। তোমার অশ্রুজল নিদাঘতপ্ত পৃথিবীর বক্ষঃস্থল শীতল করে। তুমি এই প্রেমাশ্রুপাত আমার নিকট শিখিয়াছ। তুমি আমার নলের নিকট গমন কর এবং তাঁহাকে বল যে আমি আপনার দময়ন্তীর নিকট হইতে প্রেমাশ্রুপাত শিক্ষা করিয়াছি। হে বায়ু! তুমি আমার নিকট সাহচর্য্য শিক্ষা করিয়াছ। যেখানেই অগ্নি বিদ্যমান, সেখানেই তুমি বিদ্যমান; যেখানেই অগ্নির বৃদ্ধি, সেখানেই তোমার বৃদ্ধি; তুমি আমার নলের নিকট গমন কর এবং তাঁহাকে বল যে আমি আপনার দময়ন্তীর নিকট হইতেই সাহচর্য্য শিক্ষা করিয়াছি। হে ভ্রমর! তুমি আমার নিকট হইতে প্রিয়জন সেবা শিক্ষা করিয়াছ। তুমি প্রত্যহ প্রভাত হইলেই গাত্রোত্থান কর এবং কালবিলম্ব না করিয়াই নলিনী সমীপে গমন কর; তাহার চারিদিক দিয়া উড়িয়া বেড়াও, একবার তাহার উপরে বস, আবার উড়িয়া যাও, আবার তাহার চারিদিক দিয়া ঘুরিয়া বেড়াও, আবার তাহার উপরে বস, এক দণ্ডের

তরেও কাছ ছাড়া হও না, কিম্বা এক মুহূর্ত্তের তরেও বিশ্রাম করনা ; গুণ্ গুণ্ করিয়া কত দুঃখই নলিনীকে জানাও, কত প্রকার স্তুতি মিনতি করিয়া তাহার সেবা কর। হে ভ্রমর! তুমি আমার নলের নিকট গমন কর এবং তাঁহাকে গুণ গুণ করিয়া বল যে আমি আপনার দময়ন্তীর নিকটই প্রিয়জন সেবা শিক্ষা করিয়াছি।” এইরূপ চিন্তা মনের ভিতর আন্দোলন করিতে করিতে দময়ন্তী নিদ্রাভিভূতা হইলেন।

পরদিন দময়ন্তী অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া সুদেবকে আহ্বান করিলেন এবং রাজার অজ্ঞাতসারেই তাঁহাকে ঋতুপর্ণ রাজার রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। বলিয়া দিলেন যে, তথায় যাইয়া ঋতুপর্ণ রাজাকে বলিবেন “নল রাজা জীবিত আছেন কিনা তাহার নিশ্চয়তা নাই, এই সন্দেহে দময়ন্তী পুনরায় স্বয়ম্বরা হইবেন। পৃথিবীর রাজারা সকলেই স্বয়ম্বর স্থলে যাইতেছেন। আগামী কল্য স্বয়ম্বরের দিন। আপনি যদি স্বয়ম্বর স্থলে গমন করেন তবে এখনই প্রস্তুত হইয়া গমন করুন। দময়ন্তী প্রতীক্ষা করিতেছেন। যদি অদ্যকার ভিতর নল রাজা

উপস্থিত হন, ভাল, নতুবা কল্য প্রভাতে স্বয়ম্বর স্থলে তিনি অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তিকে বরমাল্য প্রদান করিবেন।” সুদেব ঋতুপর্ণ রাজসভায় উপনীত হইয়া দময়ন্তীর আদেশানুরূপ কথা যথাযথ নিবেদন করিলেন। ঋতুপর্ণ রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া সারথিশ্রেষ্ঠ বাহুককে ডাকাইয়া আনিয়া দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বরের কথা বলিলেন। বলিলেন “তাঁহার স্বয়ম্বর স্থলে যাইবার বাসনা হইয়াছে। বাহুক! তুমি অদ্যই সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আমাকে বিদর্ভ নগরে উপস্থিত করাইয়া দিতে পারিবে কি?” বাহুক কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিল মহারাজ। আমি অদ্যই সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে রথ লইয়া বিদর্ভ নগরে উপস্থিত হইতে পারিব।

অযোধ্যারাজ রথ সুসজ্জিত করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ম্বরোচিত বেশ ভূষা পরিধান করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বাহুক দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে রথ সজ্জিত করিলেন। পরে রাজা রথা-রোহণ করিলে, বাহুক বায়ুবেগে রথ চালাইয়া দিলেন। বাহুকের রথ চালনা দেখিয়া রাজা পরম

সন্তুষ্ট হইলেন এবং বাহুকের নিকট হইতে রথ-চালনা বিদ্যা শিক্ষা করিতে চাহিলেন, বিনিময়ে বাহুককে অক্ষক্রীড়া বিদ্যা শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন। বাহুক সম্মত হইলে রাজা তাঁহাকে অক্ষ-ক্রীড়া বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অক্ষ বিদ্যা গ্রহণ কালে কর্কোটক-বিষ জর্জ্জরিত কলি, বিষ বমন করিতে করিতে বাহুকের শরীর হইতে বহির্গত হইল। বিষবিমুক্ত হইলে কলি স্বীয়রূপ ধারণ করিল। কলিকে দর্শন করিয়া নলরাজা রোষ পরবশ হইয়া তাহাকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। ইহাতে কলি ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। নল কলিকে ক্ষমা করিলেন এবং কলিত্যাগের পর স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু তখনও স্বীয়রূপ প্রাপ্ত হয়েন নাই। এইরূপ অবস্থায় রথ চালাইয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই বিদর্ভ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নলের রথচালনা শব্দ দময়ন্তীর কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে তিনি কল্য সকালেই প্রিয়তমকে দেখিতে পাইবেন বলিয়া উল্লাসিত হইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে "কল্য যদি প্রিয়তমকে দেখিতে না পাই তবে

কল্যাই এই জীবন পরিত্যাগ করিয়া পতিবিরহানল নির্ব্বাপিত করিব।" "আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না। কি পাপেই বিধাতা আমার কপালে এত কষ্ট লিখিয়া ছিলেন?" এইরূপ প্রলাপ বকিতে বকিতে দময়ন্তী ছাদের উপর গমন করিয়া দেখিলেন যে ঋতুপর্ণ রাজার রথ বহির্ব্বাটীর দুইটী ফটক পার হইয়া রাজপুরীতে প্রবেশ করিতেছে। রথে সারথি বাহুককে দেখিয়া দময়ন্তী তাঁহাকে নলের আকারের লোক বলিয়া চিনিতে পারিলেন কিন্তু তাঁহাতে নলের রূপ দেখিতে না পাইয়া মনে মনে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন এবং কেশিনী নাম্নী এক পরিচারিকাকে বিকৃতরূপ লোকটীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইয়া দিলেন। কেশিনীকে বলিয়া দিলেন যে তিনি অন্বেষণ কালে ব্রাহ্মণদিগকে যে সকল কথা বলিয়া দিয়াছিলেন সে যেন সেই লোকটীর নিকট সেই সেই কথার প্রস্তাবনা করে এবং সেই সকল কথার যে উত্তর পায় তাহা যেন তাঁহাকে বলে।

রথ অতিথিশালায় উপনীত হইলে রাজা ঋতুপর্ণ বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিলেন, বাহুক

স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কেশিনী দময়ন্তীর আদেশমত কথাগুলি বাহুককে বলিল। বাহুক পর্ণাদকে যে যে উত্তর দিয়াছিলেন তদর্থ-বাচক উত্তর প্রদান করিলেন। উত্তর করিবার সময় বাহুকের দুই চক্ষু অশ্রুজলে সিক্ত হইল। তিনি আর অধিক কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। কেশিনী বাহুকের ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া অবিলম্বে দময়ন্তীর নিকট আসিয়া যাহা যাহা ঘটিল তাহা যথাযথ বর্ণনা করিল। ইহা শুনিয়া দময়ন্তী শোকাকুল হইয়া কেশিনীকে বলিয়া দিলেন "বাহুকের কার্য্য-কলাপ সতর্কতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ কর; তাঁহাকে পাক করিতে সমুদয় জিনিষ দিও, কেবল মাত্র অগ্নি ও জল দিওনা।" কেশিনী দময়ন্তীর আদেশানুরূপ বাহুকের কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া রাজনন্দিনীর নিকট সে গুলি যথাযথ বর্ণনা করিল। বলিল "আমি এই ব্যক্তির কতকগুলি আশ্চর্য্য শক্তি পরি-দর্শন করিলাম। এ ব্যক্তি অতি সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়া যাতায়াত করিতে পারে। যাতায়তের সময় সঙ্কীর্ণ পথ প্রশস্ত হইয়া যায়। ইহার মত শুদ্ধাচার ব্যক্তি

কুত্রাপি দেখি নাই। সে ঋতুপর্ণ রাজার আহারের জন্য অত্যল্প সময়ের মধ্যে নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিল। বিনা আগুনে ফুৎকার দিয়া আগুন জ্বালিয়া পাক করিতে লাগিল। জলশূন্য পাত্র অগ্নির উপর চড়াইয়া দিলে পাত্র জলপূর্ণ হইল। সে হস্ত দিয়া অনেক বার অগ্নিস্পর্শ করিল কিন্তু হস্ত দগ্ধ হইল না। সে যাহা পাক করিয়াছে তাহা, যে যে লোকে খাইয়াছে সেই সেই লোকেই তাঁহার রন্ধননৈপুণ্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতেছে। সে একটীপুষ্প কুসুম লইয়া করতল দ্বারা মর্দ্দন করিল তথাপি পুষ্প বিদলিত বা গন্ধহীন হইল না; ফুলটী পূর্ব্ববৎ ফুল্ল ও সৌরভ যুক্ত রহিল। ইহার এই সমস্ত গুণ দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইয়াছি।”

বাহুকের এই সকল আশ্চর্য্য গুণাবলী শ্রবণ করিয়া দময়ন্তী বাহুককে নল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন এবং বাহুকের পাক করা কিছু মাংস আনিয়া খাইয়া নল রাজার পাক করা মাংস বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। পরে কেশিনীর সহিত নিজের পুত্র কন্যা বাহুকের নিকট পাঠাইয়া দিলেন; কেশিনীকে বলিয়া দিলেন বাহুক এই পুত্র কন্যা লইয়া কি কি

ব্যবহার করেন তাহা সে দেখিয়া আসিয়া তাঁহাকে যেন বলে। কেশিনী পুত্র কন্যা লইয়া বাহুক সমীপে উপনীত হইলে বাহুক পুত্রকে কোলে করিয়া বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিলেন, পরে পুত্রকে নামাইয়া রাখিয়া কন্যাকে কোলে করিয়া বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিলেন। আনন্দে আত্ম-হারা হইয়া বাহুক, রাজকুমার রাজকুমারীকে এক যোগে দুই কোলে করিয়া বলিল "এতদিন পরে তনয় তনয়াকে কোলে করিয়া আমার তাপিত প্রাণ কথঞ্চিৎ শীতল করিলাম।" বাহুকের এই কথা শুনিয়া কেশিনী রাগের ভান দেখাইলেন; তাহাতে বাহুক বলিলেন "ভদ্রে! আপনি কুপিত হইবেন না। এই তনয় এবং তনয়া আমার তনয় এবং তনয়ার ঠিক সদৃশ বলিয়াই আমি এইরূপ বলি-য়াছি। আমি কোন রূপ বিরুদ্ধ মনে করিয়া ইহা বলি নাই। বহুদিন ধরিয়া আমি স্ত্রী পুত্র কন্যার মুখ দেখিতে পাই নাই। ইহাদিগকে দেখিয়া আমার পুত্রকন্যার কথা মনে উদিত হইল বলিয়া আমি আনন্দে আত্মহারা হইয়া এইরূপ বলিয়া ফেলিয়াছি। ইহাতে যদি কাহারও কোন প্রকার

আঘাত লাগিয়া থাকে তবে যেন তিনি আমাকে ক্ষমা করেন।”

কেশিনী এই কথাগুলি দময়ন্তীকে বলিলে দময়ন্তী মার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন “এই বাহুকই নল।” রাজ্ঞী ও সমুদয় বিবরণ শ্রবণ করিয়া বাহুককে অন্তঃপুর মধ্যে আনয়ন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং এই বিষয়ে রাজার অনুমতি চাহিলেন। রাজা বাহুকের সম্বন্ধে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অথচ নলের রূপের সহিত তাঁহার রূপ মিলিতেছে না শ্রবণ করিয়া বাহুককে অন্তঃপুর মধ্যে আনয়ন করিয়া অতি সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে আদেশ করিলেন। কেশিনী যাইয়া বাহুককে দময়ন্তীর অন্তঃপুরে লইয়া আসিল। বাহুক অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া দময়ন্তীকে পতি-বিরহে ক্ষীণ ও মলিন দেখিতে পাইলেন। পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারায় পরস্পরের চক্ষু দিয়া জলধারা পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু রাজ আদেশ এবং পণ্ডিতদিগের পরামর্শানুসারে দময়ন্তী বাহুককে আত্মপরিচয় প্রদান না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"বাহুক ! নল রাজা নিবিড় বনে স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গ ভাগিনীকে অর্দ্ধবসনে একাকী ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছেন, তাহা তুমি জান ? তিনি দেবগণ পরিত্যাগ করিয়া নল রাজাকে বরণ করিয়াছিলেন, তাহার পরিণাম কি এই দাঁড়াইল ? তিনি কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে নল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন ? যদিই বা তিনি কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, তাঁহার সন্তানেরা কি অপরাধ করিয়াছে ? পিতার নিকট সন্তানের কি অপরাধ হইতে পারে ? পুত্র কন্যা কু হইলেও পিতা ত কখনও কু হইতে পারেন না ? বিশেষ তিনি পাণিগ্রহণ কালে যে সমুদয় শপথ করিয়াছিলেন তাহার মর্য্যাদাই বা কি প্রকারে রক্ষা করিলেন ?" দময়ন্তী এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। ইহা দেখিয়া বাহুক আর আত্ম-গোপন করিতে পারিলেন না, স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলেন, এবং দুরাত্মা কলি তাহার শরীরে প্রবিষ্ট হওয়াতে তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হয় বলিয়া এই সমুদয় বিপদ ঘটিয়াছে তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। আরও বলিলেন "অমি তোমার উদ্দেশেই এখানে

আসিয়াছি। রাজা ঋতুপর্ণ তোমার স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়া এখানে আসিয়াছেন। তোমার পুনঃ স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়া রাজা ঋতুপর্ণ প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হন, পরে ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া জানিতে পারিলেন যে কোন নারীর স্বামী জীবিত থাকিতে তিনি যদি স্বামীস্নেহে বঞ্চিত হন, কিম্বা তাঁহার স্বামী যদি তাঁহাকে ভরণ পোষণ প্রদান করিতে অস্বীকার করেন কিম্বা যদি তাঁহার স্বামীর কোন সন্ধান পাওয়া না যায় তবে তিনি পুনরায় স্বয়ম্বরা হইতে পারেন। এই কথা শুনিয়া রাজা আমাকে সত্বর রথযোজনা করিতে বলিলেন, আমি তৎক্ষণাৎ রথযোজনা করিয়া ত্বরিত গতিতে এখানে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। আমি তোমার কথা মনে করিয়া এযাবৎ কাল মহাকষ্টে কাটাইয়াছি। আমার মত হতভাগ্য কে?"

নল নিজেকে হতভাগ্য বলিতেছেন এই কথা শুনিবা মাত্র দময়ন্তী কান্দিয়া ফেলিলেন। বলিলেন "পর্ণাদের নিকট আপনার পরিচয় পাইয়া আপনাকে আনয়ন করিবার অন্যবিধ কোন উপায় না দেখিতে পাইয়া সুদেবকে স্বয়ম্বরের কথা ঘোষণা

করিতে ঋতুপর্ণ রাজার রাজধানীতে প্রেরণ করিয়াছিলাম। আপনি ব্যতীত অন্য কেহই এত পথ এক দিনে অশ্বচালনা করিয়া আসিতে সমর্থ হইবেন না তাহা জানিয়াই এরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। এই উপায় অবলম্বন না করিলে বহুকালের ভিতরও আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইত না। পুনঃ স্বয়ম্বরের কথা ছলনা মাত্র। আমি চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, অগ্নি সাক্ষী করিয়া বলিতেছি আমি ক্ষণকালের নিমিত্তও আপনাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও মনে স্থান দিই নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে দময়ন্তী নলের চরণ ধরিয়া কান্দিতে লাগিলেন। নল ও সাধ্বী স্ত্রীর সাধ্বী ভাব দর্শন করিয়া বিমোহিত হইলেন এবং কর্কোটক প্রদত্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া স্বীয়রূপ ধারণ করিলেন। দময়ন্তী স্বামীর রূপ দর্শন করিয়া পরমানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে নল ঋতুপর্ণ রাজা ও স্বীয় শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ঋতুপর্ণ রাজার নিকট হইতে লব্ধ অক্ষবিদ্যার বলে ভ্রাতা পুষ্করকে দ্যূত ক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া পুনরায় স্বীয় রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং স্ত্রী পুত্র কন্যায় পরিবৃত

হইয়া মহাসুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। দময়ন্তী পতি-ভক্তি বলে সমুদয় কষ্ট অতিক্রম করিয়া পুনরায় পতি প্রাপ্ত হইয়া রাজরাণী হইয়া মহাসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।